BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

কুৎসিত হংসশাবক ও খর্ব্বকায়ার বিবরণ।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

কর্ত্তৃক

ইংরাজি ভাষা হইতে

অনুবাদিত।

CALCUTTA

PRINTED FOR THE VERNACULAR LI-
TERATURE COMMITTEE, AT THE
TUTTOBODHINEE PRESS.

1856

Printed by Anundchunder Vedantuvageer.

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, গরাণহাটা-
র চৌরাস্তা স্থিত ২৭৬।১ সংখ্যক গার্হস্থ্য বাঙ্গলা
পুস্তক সমাজ নামক পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হইবেন।

কুৎসিত হংসশাবকের উপাখ্যান।

শীতকালের প্রারম্ভেই এদেশে ক্ষেত্রস্থিত ধান্যা-
দি শস্য সকল পরিপক্ক হইয়া উঠে। আহা! তাহা
দেখিলে নয়নের কেমন পরিতৃপ্তি জন্মে। মাঠের
তৃণ সকল হরিৎবর্ণ থাকে, গোধূম প্রভৃতি শস্য সক-
লেরই বা কেমন শোভা। আলু পটোল এবং বার্ত্তাকী
প্রভৃতি যাহা আমাদিগের আহারীয় দ্রব্য, যাহা না
থাকিলে এদেশীয় লোকদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হয়, তাহা-
দেরও লতা এবং চারা সকল ক্ষেত্র মধ্যে উৎপন্ন হইয়া
হরিৎবর্ণ দ্বারা নেত্রসুখ জন্মায়। হৈমন্তিক ধান্য
সকল কাটিয়া কৃষকেরা আপনাদিগের খামার মধ্যে
পালুই দিয়া রাখে, আহা! কপোতাদি পক্ষী সকল
কেমন আনন্দে ঐসব পালুইয়ের উপর উপবেশন ক-
রিয়া তদ্ধান্য ভক্ষণ করত জীবন ধারণ করে। প্রাতঃ-
কালে কাঠবিড়াল প্রভৃতি জন্তুগণ খামার মধ্যে আসিয়া
যখন আনন্দ সূচক শব্দ করিতে করিতে শস্য ভক্ষণ
করে, এবং চামরবৎ মনোহর লাঙ্গূল উত্তোলন করিয়া
নানা প্রকার ক্রীড়া করে তাহা দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি না
হর্ষযুক্ত হয়? এই কালেই অতি প্রত্যূষে পালে পালে
সারস প্রভৃতি পক্ষী সকল শূন্যমার্গে সারিবান্ধিয়া উড্ডী-
য়মান হয়, এবং ভূমিতে থাকিয়া তাহাদের কেমন আন-
ন্দসূচকশব্দ শুনা যায়। যে সকল ক্ষেত্রের শস্য কর্ত্তন

হইয়াছে, কত শত ক্ষুদ্র পক্ষী তাহাতে আসিয়া অধঃস্থিত শস্য কণা সকল ভোজন করত আপনাদিগের পরমসুন্দর পুচ্ছ তুলিয়া নৃত্য করিতে থাকে, আহা! এই সময়ে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করা কেমন সুখজনক হয়। চারিদিকে গ্রাম এবং মধ্যস্থলে শস্যক্ষেত্র, এজন্য মাঠে থাকিলে ঐ গ্রামের প্রান্তস্থিত বৃক্ষ সকলকে যেন অরণ্য বোধ হয়। প্রাতঃকালে তথায় গমন করিয়া এক দিন ঐ রূপ আনন্দ সম্ভোগ করিলে ইচ্ছা হয়, যেন নিত্য নিত্য আসিয়া এই রূপ নির্ম্মল প্রাকৃতিক সুখাস্বাদন করত আপনাদিগের চিত্ত প্রফুল্ল করি।

একদা একপল্লীগ্রামে কোন কৃষকের বাটী ছিল, ঐ বাটীর চতুর্দ্দিকে খাল, বৃক্ষাদি দ্বারা তাহার বাসস্থানটী আবদ্ধছিল না, এজন্য অনায়াসে সূর্য্যের কিরণঐবাটীর চতুর্দ্দিকে আসিত। কৃষকেরা ঘরের চতুর্দ্দিক পরিষ্কার রাখেনা, ইহাতে তাহার কুটীর অবধি খাল স্থিত জল পর্য্যন্ত বিস্তর কচুগাছ জন্মিয়াছিল। জলের সন্নিহিত মৃত্তিকা প্রায় অত্যন্ত তেজস্বিনী হয়, একারণ ঐ কচুগাছ সকল বৃদ্ধি পাইয়া এমনি দীর্ঘ, এবং উহার পত্র সকল এমনি প্রশস্ত হইয়াছিল, যে তিনবৎসর বয়স্ক বালকেরা উহার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেও গাছের পাতা সকল মাথায় লাগিত না। পাতায় পাতায় যোড়া লাগিয়া ঐকচুবন এমনি আকীর্ণ ছিল যে দেখিলেই একটি গভীর জঙ্গলের ন্যায় বোধ হইত। ঐ নির্জ্জন স্থানেই একটি হংসীর বাসা, সেতথায় বসিয়া আপনার ডিম্বে তা দিতেছিল। আহার বিহার ত্যাগ

করিয়া হংসী দিন কয়েক ডিম্বেইতা দেয়,তথাপি উহা ফুটিল না। ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হইয়া সে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল,সকল কর্ম্মত্যাগ করিয়া আমি কেবল আপন নীড়স্থিত ডিম্বের উপর বসিয়া আছি, তথাপি উহা ফুটিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন! বিশেষতঃ আর আর হংসেরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত না, কারণ গড়ানিয়া স্থান ভাঙ্গিয়া না উঠিলে কচুপাতার তলস্থিত হংসীর সহিত সাক্ষাৎ করা সুকঠিন, আর এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহার সহিত অনর্থক গল্প করিলে কি ফল, এজন্য অন্য হংসেরা তাহার কাছে না আসিয়া বরং খালস্থিত জল মধ্যে সাঁতার দিয়া বেড়াইত।

কিছুদিন বিলম্বে এক একটা করিয়া ডিম্ব গুলি ক্রমে ফুটিয়া যাওয়াতে, তদন্তরস্থ কুসুমের মধ্য হইতে জীবিত হংসশাবকগণ মস্তক উন্নত করিয়া শীঘ্র বাহির হওত পীঁ পীঁ শব্দ করিতে লাগিল। হংসী তাহাতে প্রফুল্লা হইয়া প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করিবাতে শাবকেরাও তদনুসারে ডাকিতে অভ্যাস করিল। হরিদ্বর্ণ তৃণ দেখিয়া শাবকদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা নাই, উহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই সবুজবর্ণ তৃণ দেখিতে পায়, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা পরিতৃপ্ত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের মাতা ঐ শ্যামল বর্ণযুক্ত তৃণ সকলকে দেখিতে অনুমতি করিলেন, কেননা চক্ষুর পক্ষে সবুজবর্ণ বস্তু সকল অতি মঙ্গল জনক হয়।

যখন ঐ হংসশাবকেরা কুসুমাবস্থায় অতি সংকীর্ণ স্থান বিশিষ্ট অণ্ডমধ্যে ছিল, তখন সুবিস্তীর্ণতা

কাহাকে বলে, তাহা তাহাদের উপলব্ধি হয় নাই। এক্ষণে বিস্তারিত ভূমি দেখিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আহা! এই ধরণী মণ্ডল কেমন প্রসারিত স্থান!" ইহা শুনিয়া তাহাদের জননী হংসী কহিতে লাগিল। "তোমরা কেমন করিয়া এই একটুক স্থানকে বিস্তারিত ভূমণ্ডল বোধকর, ঐ দূরস্থিত ঘোসাল ঠাকুরদের বাগান দেখিতে পাইতেছ, পৃথিবী উহা অপেক্ষাও অধিক দূর, কিন্তু আমি কখন অতদূর পর্য্যন্ত যাই নাই।" পরে সে বাসাহইতে উঠিয়া বলিতে লাগিল, "যাহাহউক আমি এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তোমাদের সকল গুলা ওখানে আছে কিনা? মলো যা কি আপদ! সকল গুলাকে, এখনও বড় ডিম্বটা যে ফুটে নাই। কি আশ্চর্য্য! এ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে, না জানি আমাকে কত দিন লাগিবে, আর বাসার উপর দিবারাত্রি বসিয়া থাকিতে পারি না। বসিয়া বসিয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি" ইহা বলিয়া আর একবার সে ডিমে তা দিতে বসিল।

ইতি মধ্যে আর একটা বৃদ্ধা হংসী তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওগো কেমন আছ, এক্ষণে কিরূপ চলিতেছে?

তখন নীড়স্থিতা হংসী তাহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল "এই বড় ডিমটা ফুটিতে বিস্তরকাল বিলম্ব হইতেছে, তুমি দেখ দেখি গা আমার শাবক গুলী দেখিতে পরম সুন্দর হইয়াছে কি না? বোধ করি তুমি এতাদৃশ সুন্দর শাবক পূর্ব্বে কখন দেখ নাই, তাহারা সকলেই ঠিক তাহাদের বাপের মত, কিন্তু কি দুঃখ আমি দিবারাত্রি একাকিনী এই নীড়ের উ-

পর বসিয়া এত ক্লেশ পাইতেছি, সে পোড়ারমুখ আমাকে এক দিনও দেখিতে আসে নাই।”

এই কথাতে সেই বৃদ্ধা হংসী কহিতে লাগিল, “ভাল যে ডিম্বটা এখন পর্য্যন্তও ফুটে নাই সেটা আমাকে দেখাও দেখি, আমার বেশ বোধ হইতেছে উহা জলকুক্কুটীর অণ্ড, তাহা না হইলে ফুটিতে এত কাল গৌণ হইতেছে কেন? আমিও বাছা একবার ঐ হতভাগা গাংচিলের দ্বারা বড় প্রতারিত হইয়াছিলাম, বল্লে না প্রত্যয় যাবিমা! এর জন্যে যে কত ক্লেশ সহিয়াছি তাহা বল্‌তে পারিনে, পরে ফুটে ছিল বটে, কিন্তু ঐ শাবক কোনমতে জলে আসিয়া সাঁতার দিতে পারিত না, কত বক্‌লাম, কত করিলাম কিছুতেই কিছু হইল না, সকল উদ্যোগই বৃথা হইয়াছিল। দেখি দেখি ওটা কেমন ডিম?,,এই কথাতে ঐ শাবকদিগের মাতা বৃদ্ধা হংসীকে ঐ ডিম্ব দেখাইবামাত্র সে বলিতে লাগিল, “এক্ষণে আমি নিশ্চয় বোধ করিতেছি, ইহা গাংচিলের ডিম তার কোন সন্দেহ নাই, বাছা! তুমি ইহার নিমিত্ত বৃথা দুঃখ ভোগ কর কেন? ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্যান্য শাবক গুলীকে সাঁতার দিতে শিখাও।”

তখন নীড়স্থিতা হংসী কহিতে লাগিল, “আমি বহু ক্লেশ পাইয়াছি, অতি অল্প সময়ের নিমিত্ত ইহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়, যদি অল্প দিন বসিলে ইহা ফুটে,তাহাতে কিছু আসে যায় না।”তবে যাহাতে তুমি খুসি হও তাহাই কর, ইহা বলিয়া ঐ বৃদ্ধা হংসী স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অবশেষে একদিন সেই বৃহদাকার ডিম্বটা ফাটিয়া

যাওয়াতে তন্মধ্যস্থ কুসুমের ভিতর হইতে একটা শাবক বাহির হইয়া পিঁপিঁ শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। উহা দেখিতে অতিশয় প্রকাণ্ড এবং কুৎসিতছিল। হংসমাতা তাহার প্রতি কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিতে লাগিল, "কি চমৎকার! আমার যতগুলী ছানা হইয়াছে ইহার মত অতি বৃহৎ ভীষণমূর্ত্তি একটিরও দেখিতে পাই না। যথার্থই ইহা আশ্চর্য্য শাবক, এক্ষণে আমার সন্দেহ হইতেছে, যে, ইহা জলকুক্কুটীর শাবক হইতে পারিবে; তার জন্যে এত ভাবনা করি কেন, উহা গাংচিলের বাচ্ছাই হউক বা হংসশাবকই হউক, অবশ্যই উহাকে জল মধ্যে নামাইব"।

পরদিন প্রাতঃকালে দিবাকরের কিরণ দ্বারা কচুবন উজ্জ্বলী কৃত হইল, মনোহর বায়ু সঞ্চালন দ্বারা পশু পক্ষী জন্তু সকলে সুখানুভব করিল, হরিদ্বর্ণ তৃণাদির শোভা দর্শনে কীট পতঙ্গ সকলেই মোহিত হইল। হংসজননী এই সময়কেই সুসময় বোধ করিয়া আপনার ছানা সকলকে ঐ খালের ধারে নামাইল। অপর সে ঝপাৎ করিয়া জলনিমগ্ন হওত প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করিবাতে একে একে তাহার শাবক গুলীও ঐ জলে ঝাঁপিয়া পড়িল। প্রথমে তাহাদের মাথা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া ছিল বটে, কিন্তু পর-ক্ষণেই ঐ জলের উপরিভাগে ভাসমান হইয়া তাহারা উত্তমরূপে সাঁতার দিতে লাগিল, আপনাদের ইচ্ছানুসারে পদ সঞ্চালন করিয়া তাহারা যে খানে যেরূপ সে খানে সেইরূপ জলক্রীড়া করিল, সকল শাবকই জলে নামিয়াছে একটীও খালের উপরিভাগে নাই; যে বৃহদাকার

অতি কুৎসিত হংসশাবকটিকে তাহাদিগের মাতা গাংচিলের ছানা সন্দেহ করিয়াছিল, সেও অন্যান্য হংসশাবকদের সহিত উত্তমরূপে সাঁতার দিতে লাগিল। তাহাতে তাহার পূর্ব্ব আশঙ্কা আর রহিলনা, সকল সন্দেহ দূরে গেল।

অপর সে বলিতে লাগিল, "আহা আমি বাছাকে জল কুক্কুটীর শাবক বোধে কতই অবজ্ঞা করিয়াছি, না না, ইহা কোনমতেই তাহার শাবক নহে, প্রত্যেক বিষয়েই বোধ হইতেছে ইহা আমারই সন্তান, আহা ও কেমন সুচারু রূপে পদপ্রক্ষেপ করিয়া কখন স্থির হইয়া থাকে, কখন বা উত্তমরূপে সাঁতার দেয়, মরি, কে আমার বাছাকে কুৎসিত বলে. মনোযোগ করিয়া দেখিলে উহার রূপ কেমন মনোহর বোধ হয়" ইহা কহিয়া সে প্যাঁক্ প্যাঁক্ শব্দ করিতে করিতে কহিতে লাগিল," আর জলক্রীড়াতে প্রয়োজন নাই, তোমরা আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাদিগকে ভদ্রসমাজে লইয়া যাই! কিন্তু সাবধান! সাবধান! তোমরা কোন ক্রমেই আমার কাছ ছাড়া হইও না. উহা অতি প্রকাশ্য স্থান, হংসরাজ প্রভৃতি সকল হংসেরই তথায় সমাগম হয়, তদ্ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণহন্তা জন্তুও সেখানে আছে, দেখিও কেহ যেন মাড়াইয়া তোমাদের প্রাণ বিনাশ করে না; বিশেষতঃ বিড়ালের জন্য তোমরা অত্যন্ত সতর্ক থাকিও।"

এইরূপে ডাঙ্গার উপর কিয়দ্দূর গমন করিয়া ঐ হংসেরা সেই কৃষকের খামারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখে, দুইপাল হাঁস একটা বাইন মৎস্যের

মাথার নিমিত্ত, তারি কলহ করিতেছে, এমত সময়ে একটা বিড়াল তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে সেই স্থানে আসিয়া ছোঁ মারিয়া ঐ মৎস্যের মাথা অপহরণ করত বেগে পলাইয়া গেল। তখন এক দৃষ্টে ঐ কলহকারীরা তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, এবং উভয় দলের বিবাদেরও নিষ্পত্তি হইল।

ইহা দেখিয়া ঐ শাবকদিগের জননী হংসী কহিতে লাগিল, "বৎসগণ! শুন, পৃথিবীর সকল কার্য্যই এইরূপে সমাধা হইয়া থাকে।" এই কথা বলে, আর আপনার ঠোঁটটিকে এক একবার চাটে, কেননা সে আপনি ঐ বাইন মৎস্যের মাথা পাইলে মনে মনে বড় খুসি হইত। পরে সে নিজ শাবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা শীঘ্র শীঘ্র আইস, যথা বিহিতরূপে শব্দ করিয়া, ঐ যে বৃদ্ধা হংসীকে দেখিতে পাইতেছ, তাহার নিকটে যাইয়া নমস্কার করিবে; তিনি অতিভদ্রবংশজাতা উঁহার ন্যায় সদ্বংশোদ্ভবা কেহই ওখানে নাই, এই নিমিত্ত তাহাকে অতিশয় মর্য্যাদা করিতে হয়। আর ঐ দেখ হংস দিগের অতি মর্য্যাদার চিহ্ন যে লাল নেকড়া, তাহা তাহার পায়ে বাঁধা আছে, তদ্দ্বারা উত্তম উপলব্ধি হইতেছে, যে, কোন ব্যক্তিই উঁহাকে হারাইতে ইচ্ছা করে না, এবং মনুষ্য পশু উভয়ে উঁহাকে চিনিতে সক্ষম হয়। এক্ষণে পেঁকর পেঁকর শব্দ করিয়া ডাক, কিন্তু সাবধান যেন আপন আপন পাগুলীন এদিক ওদিক ফিরাইও না, সদ্বংশজাত হংসশাবকেরা তাহাদের মা বাপের মত এইরূপে ধীরে২ পা ফেলিয়া চলিয়া যায়," ইহা বলিয়া কিরূপে পদ

প্রক্ষেপ করিতে হয়, সে নিজ অপত্যদিগকে দেখা-
ইল। পরে সে ঐ হংস সমাজের নিকটে যাইয়া বলিল,
"এক্ষণে মস্তক নত্র করিয়া কোয়াক্ কোয়াক্ শব্দ
পূর্ব্বক ঐ বৃদ্ধা হংসীকে নমস্কার কর।"

হংসশাবকেরা মাতৃ আজ্ঞায় বৃদ্ধা হংসীকে নম-
স্কার করিল, এবং তথায় যাইয়া যেরূপ করিতে সে
অনুমতি করিয়াছিল, তাহারা সেইরূপ করিল। ঐ
ভদ্র সমাজস্থ আর আর হংসেরা দূর হইতে তাহা-
দিগকে অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিল," ঐ দেখ,
আর এক পাল হংস এখানে আসিতেছে, আমরাতো
এখানে অনেকে আছি, উহাদের আসিবার প্রয়োজন
কিছুই দেখি না।" সভাস্থিত একটা হংস কহিল,
"আরে মর কি আপদ! ঐ শাবক গুলার প্রতি চাহিয়া
দেখ, উহাদের মধ্যে একটা বাচ্ছা দেখিতে কেমন
কদর্য্য, এমন বিকৃতি আকার হংসের ছানা আমি
পূর্ব্বে কখন দেখি নাই" ইহা বলিয়া সে দ্রুত গমন
করত ঐ কুৎসিত শাবকের স্কন্ধদেশে দংশন করি-
তে লাগিল। তাহা দেখিয়া হংসজননী দুঃখিতা
হইয়া বলিতে লাগিল, "আহা! ও কি কর, আমার
এ শাবকটি নিরপরাধী; কাহারও কোন অহিতাচার
করে নাই, বিনাদোষে কেন উহাকে দণ্ড করিতেছ,
ছি ছি উহাকে পরিত্যাগ কর।"

এই কথাতে ঐ শাবকপীড়ক হংসটা তখন প্র-
কাশ করিয়া কহিল, "তোমার সন্তান কাহারও কোন
ক্ষতি করে নাই বটে, কিন্তু ও এমন প্রকাণ্ড ও কুৎ-
সিত হইয়াছে কেন, এজন্য অবশ্যই উহার শাস্তি
পাওয়া উচিত হয়।"

অপর হংসদিগের পূজনীয় সর্ব্বমান্যা সেই বৃদ্ধা হংসী শাবক গুলীকে উদ্দেশ করিয়া তাহার মাতাকে বলিতে লাগিল, "যাহাহউক বাছা তোমার বড় সৌ-ভাগ্য, আহা ! তোমার সকল সন্তান গুলীই দেখিতে সুন্দর, কেবল একটি কদাকার, তা কি করিবে, পরমেশ্বর উহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই। আমার ইচ্ছা তুমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উহার প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক কিছু মাজা ঘষা কর, তাহা হইলেই তোমার সন্তানকে পরিষ্কার দেখাইবে।"

হংসজননী বলিল, " এমন অসাধ্য সাধনাও কি হইয়া থাকে, মাজা ঘষা করিলে কি কেহ কখন রূপ-বান হয়! আমার ঐ শাবকটি দেখিতে কুৎসিত, একথা সত্য, কিন্তু উহার স্বভাব বড় উত্তম এবং ও সুন্দররূপে সাঁতার দিতে পারে, বোধ হয়, অন্যান্য শাবকদিগের সহিত তুলনা করিলে সুচারু গতি বিষয়ে উহার মত একটিও হইবে না। আমার বাছা অনেক দিন ডিম্বের ভিতরে ছিল, এজন্য তাহার সকল অবয়ব যথা যোগ্য রূপে হয় নাই, বয়স হইলে ইহার কিছুএত কুরূপ থা-কিবে না, কি জানি সে ছোট হইলেও হইতে পারে"। ইহা বলিয়া হংস জননী চঞ্চু দ্বারা উহার গলদেশের অকোমল পালক গুলীকে কোমল এবং চিক্কণ করিতে লাগিল, আর কহিল, " আমি এতই বা ভাবনা করি কেন, আমার এবৎসটি পুংশাবক, স্ত্রী শাবক কু-রূপা হইলে পিতা মাতার বড় জ্বালা, বিবাহের জন্য বিস্তর ক্লেশ পাইতে হয়, পুরুষ বাচ্ছার ভাবনা কি ! বাঁচিয়া থাকিলে বাছা আমার বড় বলবান্ হইবে,

লড়াইয়ের সময় এ সংসারে কেহই এর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধা হংসী বলিল "তোমার আর আর শাবক গুলীন দেখিতে অতি মনোহর এবং প্রকাণ্ড আকারও নহে, কিন্তু যাহা হউক তুমি ভাগ্যবতী, বাছা এক্ষণে ঘরে যাও, কিন্তু পথে যাইতে যাইতে যদি বাইনমৎস্যের মাথা দেখিতে পাও তবে আমার জন্যে আনিও।" এই অনুমতিতে হংস মাতা সপরিবারে কৃষকের খামারের উপর সুখে বেড়াইতে লাগিল। আহা! ঐ কুরূপ হংস শাবক সর্ব্বশেষে ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া ভীষণমূর্ত্তি হইয়াছে, এজন্য সকলেরই কাছে লাঞ্ছিত হইল। হংস সমাজের কথা দূরে থাকুক কুক্কুটীরাও তাহার কোন সমাদর করিল না, বরং দূর ছি বলিয়া কেহ তাহাকে দংশন করিল, কেহবা ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল।

এইরূপে সকলেই তাহাকে লইয়া হাস্য পরিহাস করতঃ একবাক্য হইয়া বলিল, যে, এ বাচ্ছাটা অতি কদর্য্য ও বৃহদাকার। এমত সময়ে একটা গাংচিল তথায় উপস্থিত হইয়া মনে মনে অভিমান করিতে লাগিল, পরমেশ্বর আমার পায়ে এত পর দিয়া এক প্রকার সকল পক্ষীর রাজা স্বরূপ করিয়াছেন। এই চিন্তায় জলকুক্কুটির দম্ভের আর পরিসীমা নাই। জাহাজস্থিত পাইল সকল তুলিয়া দিলে উহা যেরূপ প্রকাণ্ড দেখিতে হয়, গাংচিলটা ফুলিয়া একেবারে সেইরূপ বৃহৎ হইয়া উঠিল। দুঃশীলপক্ষীটা একবারে ঐ ঘৃণিত শাবকের নিকটে যাইয়া তাহার মস্তকে কতই দংশন করিল, তাহার সন্ধ্যা

করা যায় না। আহা! দংশনে তাহার মস্তকটা একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। হতভাগ্য হংস শাবক কার কাছে যাইবে, এবং কার কাছেইবা দাঁড়াইবে, ভাবিয়া তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না, মনে মনে কতই দুঃখ করিল, আহা! ঈশ্বর কেন আমাকে এমত কুরূপ করিলেন, কি পরিতাপ! হংস সমাজের সকলেই আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে, কেহই দেখিতে পারে না।

এইরূপে কিছুদিন যায়, প্রত্যহ এই ব্যাপার ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া উঠিল। প্রত্যেকেই ঐ অভাগা হংস শাবককে অতিশয় পীড়া দেয়, তাহার ভগিনীরাও তাহার প্রতি নির্দয়ভাব প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদা কহিত, "আমাদিগের ইচ্ছা এই তুমি যেন শীঘ্রহবিড়ালীর উদরে যাও।" ইহাতে তাহার মাতা বলিত, কি নিগ্রহে পড়িয়াছি, আমি কেন এমন কুৎসিত পুত্রকে উদরে স্থান দিয়াছিলাম; আহা! উহার জন্ম না হইলে আমি কত সুখে থাকিতাম, হংসগণ দেখিলেই তাহাকে চঞ্চ্বাঘাত করিতে থাকে, কুক্কুটী গণ প্রহার করে, যে বালিকা ঐ গৃহপালিত পক্ষীদিগকে আহার প্রদান করিত, সেও তাহাকে পদাঘাত করে।

পর পীড়িত হংস শাবক যন্ত্রণায় গৃহ মধ্যে আর তিষ্ঠিতে পারিল না, অতএব স্বজাতি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া এক ঝোপে উড়িয়া গেল, সেখানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীরা তাহার শব্দ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া সত্বর উড্ডীয়মান হওত দূরে পলায়ন করিল। ইহাতেঐ হংসশাবক অতিশয় লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি কুরূপ বলিয়াই ইহারা পা-

মাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, আহা ! এ সংসারে কুশ্রী হওয়া কি দুঃখ, এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া দীন-হীনের ন্যায় চক্ষু মুদিত করিয়া হংসশাবক আরও কিয়দ্দূর গেল। যাইতে যাইতে সেএকটা প্রকাণ্ড বাদায় গিয়া উপস্থিত, সেই পঙ্কিল স্থানে বন্য হংসেরা বাস করিত। একে মনঃ ক্ষোভে অতিশয় ক্ষুব্ধ, তাহা-তে আবার পথ ভ্রমণে সে অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিল, অতএব সে রাত্রি তাহাকে সেই স্থানেই যাপন করি-তে হইল।

পর দিন প্রাতঃকালে বন্য হংসেরা গাত্রোত্থান করিয়া অজ্ঞাত অপরিচিত সেই নূতন অভ্যাগত পক্ষী-কে দর্শন করিবামাত্র কহিল, ভাই! তুমি কিপ্রকার পক্ষী? তোমাকে দেখিয়া আমরা অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছি। তখন হংসশাবক সকলকেই বন্দনা করিয়া যথা-সাধ্য শিষ্টভাবে নিজ পরিচয় দিল। বন্য হংসেরা তাহা শুনিয়া বলিতে লাগিল, যাহাহউক ভাই, তো-মার মত বিকৃত মূর্ত্তি হংস আমরা জন্মাবধি কখন দেখি নাই, কিন্তু তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি ? তুমি তো আমাদিগের পরিবারের মধ্যে বিবাহ করি-বে না, তোমার সহিত কুটুম্বিতা হইলেই না আমার-দের লজ্জা। এই কথাতে ঐ অভাগা হংসশাবক অতি-শয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইল, মনে মনে তাহার এই ইচ্ছা, ইহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ঝোপের মধ্যে বাস করিতে দিয়া বাদার জল পান করিতে অনুমতি করে, তাহা হইলেই আপনাকে এক প্রকার কৃত কৃ-তার্থ করিয়া মানি।

এইরূপে ঐ হংসশাবক দুই দিন সেখানে রহিল,

দৈবক্রমে আর দুইটা ভিন্নস্থান নিবাসী রাজহংসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাদের বয়স অধিক নহে, অল্পদিন অণ্ড হইতে বহির্গত হইয়াছে, এজন্য তাহারা বড় বাচাল ছিল। হংসশাবককে সম্বোধন করিয়া ঐ দুইটা ভিন্ন দেশবাসী হংসের সন্তান বলিল, ওহে বন্ধো! তোমাকে আমরা অতিশয় কুরূপ দেখিতেছি বটে, কিন্তু হলে কি হয়, আমরা কাহাকেও ঘৃণা করি না, যদি তুমি আমাদের সঙ্গে কিয়দ্দূর ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমরা আহ্লাদিত হইয়া তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব, এই বাদার অনতিদূরে আর একটা এইরূপ বাদা আছে, সেখানে পরম রূপসী রাজহংসীরা বসতি করিয়া থাকে, আহা! তাহাদের রবইবা কেমন মধুর! কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে কাহারও বিবাহ হয় নাই। অতএব কুরূপে তোমার কি আসে যায়, হয়ত উহাদের মধ্যে একটাকে তুমি মনোনীত করিয়া বিবাহ করিতে পারিবে।

এমত সময়ে শূন্যমার্গে পট্ পট্ শব্দ হইতে লাগিল, দুইটা রাজহংসশাবক হঠাৎ পঞ্চত্ব পাইয়া একেবারে ঐ জলাভূমিস্থ বেতের ঝোপে পড়িয়া যাওয়াতে বাদার জলটা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। আবার চতুর্দ্দিকে পটাস্ পটাস্ শব্দ হইলে, বনচর রাজহংসেরা বাদাতীরের থাকড়ার ঝাড় হইতে উড্ডীয়মান হইল। কোথায় যাইবে, সেখানে বারম্বার ঐ ভয়ানক শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা গেল না। যেদিকে যায়, সেই দিকেই ঐ ভয়ানক ব্যাপার। শিকারী লোকেরা বাদার চতুর্দ্দিকটা বেষ্টন করিয়াছিল, যে সকল প্রকাণ্ড প্রকা-

গু বৃক্ষ দ্বারা তত্রস্থ খাঁকড়ার বনটা আচ্ছাদিত ছিল, তাহাদের শাখার উপরে শিকারিলোকেরা বসিয়া রহি-য়াছে,নীলবর্ণ কুজ্‌ঝটিকা দ্বারা চারিদিক আচ্ছন্ন হইল, হরিদ্বর্ণ পাতার সহিত কুয়াসা মিশ্রিত হইয়া জলের উপরিভাগে যেন লিপ্ত হইয়া রহিল।

এমত সময়ে এক দল কুকুর ঐবাদায় আসিয়া উপস্থিত, সপাৎ সপাৎ শব্দ পূর্ব্বক তাহারা চলিয়া যাওয়াতে বাদাতীরস্থ খাঁকড়ার এবং বেতের ঝাড় সকল চারি দিকেহেলিয়া পড়িল। অভাগা কুৎসিত হংসশাবকের ভয়ের আর পরিসীমা নাই, কি করিবে কোথায় যা-ইবে, ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না, অনেক ভাবনার পর সে আপনার মস্তকটিকে ডানায় লুকাইয়া রাখিল। এমত সময়ে একটা ভীষণ মূর্ত্তি কুকুর আপনার লম্বা জিহ্বাটা লক্‌ লক্‌ শব্দে বহি-র্গত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল,তাহার ডেবরা ডেবরা চক্ষু দুটা প্রজ্বলিত শিখার ন্যায় জ্বলিতেছে, মুখ ব্যা-দান পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ দন্ত বহির্গত করিয়া যেন ঐ অভা-গা হংস শাবককে এক গ্রাসেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই সে শোঁ শোঁ শব্দে চলিয়া গেল, উহাকে কিছুই বলিল না।

অতঃপর হংস শাবক বলিতে লাগিল, "যাহাহউক প্রাণরক্ষা হইল এখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি, ছি আমি এত কুৎসিত,যেকুক্কুরেরাওআমাকে দংশন করিল না।" সে মস্তক নত করিয়া স্থির ভাবে ঝোপের মধ্যে বসিয়া আছে,এদিকে গুলির শব্দেওধূমে বেতবনটা একেবারে অন্ধকার হইল, ওদিকে শূন্যমার্গে এমনি পটাস্‌ পটাস্‌ শব্দ হইতেছে যে কান পাতিবার যো নাই।

ক্রমে বেলাবসান হইলে পূর্ব্বোক্ত হঙ্গমার শেষ হইল, কিন্তু হতভাগা হংসশাবক তখন পর্য্যন্তও সাহস করিয়া মস্তকোত্তোলন করিল না। পরে সমুদয় সুস্থির হইয়াছে, কিছুমাত্র কলরব নাই, ইহা দেখিয়া সে অনেক ক্ষণের পর আপনার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে শীঘ্র২ ঐ বাদার মধ্য হইতে বহির্গত হইল। বড় বড় বাগান এবং ময়দান সকল দ্রুতগমনে পার হইয়া যাইতেছে, এমত সময়ে একটা ভারি ঝড় উঠিল, দুর্ব্বল হংসপুত্র তাহার জন্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

বেলাও নাই যে ঝড়ের শান্তি হইলে সে অন্যত্র যাইবে, কি করে দুর্ভগা শাবক আস্তে আস্তে একটা ক্ষুদ্র কুঁড়িয়া ঘরের নিকটে গিয়া পৌঁছিল, সে ঘরখানিরও ভগ্নদশা, কেবল খাড়া মাত্র হইয়া আছে, আর একটুক জোরে ঝড় হইলেই তাহা একেবারে ভূমিসাৎ হইবে। দুর্ব্বল হংসশাবক কি করিবে ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিয়ৎকাল উহার দ্বারের নিকট বসিয়া বসিয়া দেখিল, ঐ ভগ্ন গৃহের দ্বারের একটা হাঁসকল খুলিয়া গিয়াছে, কপাট যোড়াটা ভালরূপে পড়ে নাই, এজন্য তন্মধ্যে একটা ছাঁদা দেখা যাইতেছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ঐ ছাঁদার মধ্যে প্রবেশ করত কুঁড়িয়া ঘরের ভিতরে পিছলিয়া পড়িল।

সেই গৃহ এক দুঃখিনী স্ত্রীলোকের বাসস্থান, সে তথায় একটি বিড়াল এবং এক কুক্কুটী পুষিয়াছিল, বিড়ালের নাম কালা, এবং কুক্কুটীর নাম ভুতি, কালা ওভুতি উভয়ের অতি প্রণয় ছিল, ভাই ভগিনীর

ন্যায় তাহারা কালযাপন করিত। স্ত্রীলোক যাদুধন বাছাধন, বাপধন, ইত্যাদি স্নেহ প্রকাশক কথা বলিয়া বিড়ালটার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেই সে আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া মিউ মিউ শব্দ করিত, তাহার চক্ষুর্দ্বয় যেন প্রজ্বলিত হইয়া অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির করিত। আর কুক্কুটীর পাদুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল বলিয়া তৎ কর্ত্রী প্রেমভাবে তাহাকে কখন কখন খর্ব্বপদ কুক্কুটী বলিয়া ডাকিত। নিত্য নিত্য সে এক একটি ডিম্ব প্রসব করে, এজন্য ঐ স্ত্রীলোক তাহার প্রতি বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া আপনার২ কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিত।

পরদিন প্রাতঃকালে কুঁড়িয়াঘরের ভিতর ঐ অতিথি হংসকে দেখিয়া বিড়ালটা আহ্লাদে মেও মেও শব্দ করিতে লাগিল। কুক্কুটীও কোঁকোঁ শব্দে আপনার আনন্দ প্রকাশ করিল। ইহা দেখিয়া তাহাদিগের কর্ত্রী ঐ স্ত্রীলোক কহিতে লাগিল, এ আবার কি, তোমরা এতলম্ফ ঝম্ফ দিতেছ কেন! চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল, যে ঘরের ভিতর হৃষ্ট পুষ্ট একটা হংসী আসিয়াছে। ও যে বাচ্ছা সে তো তাহা জানে না, বোধ করিল বুঝি এটা পথ হারাইয়া এখানে আসিয়াছে, এই বিবেচনায় সে মনে২ স্থির করিল ক্ষতি কি, এতো আমার পক্ষেই ভাল, যদি মর্দ্দা না হয় তবে আমি এখন হংসের ডিম্ব অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারিব। কিছুকাল অপেক্ষা করি, পরে কি হয় তা দেখা যাইবে।

এইরূপে ঐ স্ত্রীলোক হংস শাবককে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত রাখিয়াও একটী ডিম্ব পাইল না। বি-

ড়াল ও কুক্কুটীটা ঐ বাটীতে এক প্রকার কর্ত্তা এবং কর্ত্রী স্বরূপ ছিল। তাহারা অতিশয় অহঙ্কারী। মনে করিত, আমরা জগতের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছি, আমাদের ন্যায় গুণবান্ এবং রূপবান্ অতি অল্প জন্তু আছে, অতএব সকল কথাতেই গর্ব্বিত হইয়া হংসশাবককে কহিত, এখন আমরা কথা কহিতেছি, চুপ্কর উত্তর করিও না।

কুক্কুটী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ডিম পাড়িতে পার? হংস শাবক উত্তর করিল, না, কুক্কুটী কহিল পারনা; তবে আর তোমার জাঁকে কার্য্য নাই, চুপ করিয়া থাক, তোমার বল বুদ্ধি সকলই জানিতে পারিলাম। কালানামে বিড়ালটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমার ন্যায় পীঠ ফুলাইয়া ঘড়্ঘড়্ শব্দ করিতে পার? আর অগ্নির স্ফুলিঙ্গবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নি কণা তোমার লোম হইতে বহির্গত হয় কি না? হংসশাবক বলিলনা; কালা বলিলতবে জ্ঞানবান লোক সকল যখন কথা কহিতেছে, তখন তোমার কথা কওয়া উচিত নয়, তাহাদের কাছে তুমি কোথায় লাগ, মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে হয়তে. অন্য স্থানে করিও।

এই কথাতে ঐ দুর্ব্বল হংসশাবক মনের দুঃখে সেই কুঁড়িয়াঘরের একটি কোণে গিয়া বসিল, এমত সময়ে দিনকর সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন। মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহন হইতে লাগিল। ইহাতে তাহার জল মধ্যে সন্তরণ করিতে অত্যন্ত বাসনা হইলে, সে কুক্কুটীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, কুক্কুটী তুমি এরূপ ভাবে বসিয়া বৃথা কি ভাবনা করিতেছ ভাবল, অনর্থক কালযাপন করা অতি অল-

সের কর্ম্ম, তুমি ডিম্ব প্রবস কর, আর ঘড় ঘড় শব্দও কর, কিন্তু বৃথা চিন্তাতে কালহরণ করা কোন মতেই তোমার উচিত নহে। আইস আমরা জল মধ্যে সন্তরণ করিতে যাই, তাহাতে যে কিপর্য্যন্ত আনন্দোদ্ভব হইবে, কথা দ্বারা কতইবা তাহা প্রকাশ করিয়া কহিব। আহা সন্তরণ করিতে করিতে জলের মধ্যে মাথা ডুবাইতে পারিলে কি সুখই জন্মে। কুক্কুটী পরিহাস করিয়া কহিল, বহুত, আচ্ছা! কি যথার্থ কথাই কহিতেছ, সন্তরণ দ্বারা বড় আনন্দোদ্ভব হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। তোমাকে এ বিষয়ে যে অতিশয় উৎসুক দেখিতেছি, তুমি কেমন পাগলা; ভাল! বিড়ালকে জিজ্ঞাসা কর-দেখি তিনি কি বলেন, জাননা আমাদের বন্ধু বিড়াল অতি সদ্বিবেচক, বলিতে কি তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান জন্তু অদ্যাবধি একটিও আমার চক্ষুর্গোচর হয় নাই। তিনি সকল বিষয়েরই বিবেচনা করিয়া ভাল মন্দ কহিতে পারেন, জলে সন্তরণ অথবা ডুবমারিয়া কেলিকরণ বিধেয় কি না, তাহা তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা কর। আর আমি আপন বিষয়ের কোন কথা কহিতে চাহিনা, আমাদিগের পালনকর্ত্রী ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের তুল্য এজগতের কোন নারী বুদ্ধিমতী নহে, ভাল তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা কর, তিনিই বা কি বলেন, সন্তরণ ও জলমধ্যে মস্তক নিমগ্ন করিয়া ক্রীড়া করণ কর্ত্তব্য কি না।

হংসশাবক বলিল, তুমি আমার স্বভাব বুঝিতে পার না; কুক্কুটী বলিল, হাঁ বটে, তাহা না হইলে

হইবে কেন? আমরা বুঝিতে পারি না, তবে তোমার স্বভাব কে বুঝিতে পারে? আমি আপন বিষয়ে কিছু বলিব না, ভাল জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি বিড়াল এবং আমাদের কর্ত্রী অপেক্ষা বুদ্ধিমান? যে এত প্রগল্‌ভতা করিতেছ। বৎস! বৃথা অভিমান পরিত্যাগ কর, আমরা তোমার প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করা সর্ব্ব বিধায়ে তোমার কর্ত্তব্য। যৎকালে তুমি দারুণ শীতে ব্যাকুল হইয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়াছিলে, কে তোমাকে উষ্ণগৃহ দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে? দেখ মাতা পিতা ভাই বন্ধু তোমায় ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগকরিলেও আমাদের কর্ত্রী তোমার উপর অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তোমায় আশ্রয় প্রদান করিলেন। ছি! তুমি বড় কৃতঘ্ন, তোমার সহিত আলাপ রাখিয়া কোন সুখ নাই। আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার মঙ্গল চেষ্টা করি, ইহাতে কোন অন্যভাব ভাবিও না, যে কুশ্রাব্য বাক্য সকল তোমার প্রতি প্রয়োগ করিতেছি, সে কেবল প্রকৃত বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ জানিবে। যথার্থ যে বন্ধু সে অসাক্ষাতে প্রশংসা করিয়া সাক্ষাতেই বন্ধুর নিন্দাবাদ করে। এক্ষণে যেরূপে ডিম্ব প্রসবিতে বা ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া অগ্নির*স্ফুলিঙ্গ সকল লোম হইতে নির্গত করিতে হয়, সে সকলই শিক্ষা কর।

* পশ্চিম খণ্ডে বিড়ালদিগের গাত্রে অনেক লোম থাকে. রাত্রিকালে ঐ সকল লোমে হস্ত বুলাইলে যেন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়।

হংসশাবক বলিল, যা হবার তাই হবে, আমি একবার বিস্তারিত ভূমণ্ডল মধ্যে ভ্রমণ করিয়া আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিব। কুক্কুটী বলিল, " ক্ষতি কি! করিয়া একবার দেখ না, (কাহাতে কি হয়) তাহা কে বলিতে পারে"। অনন্তর হংসশাবক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া জলমধ্যে অবতরণ করিল, মস্তকটি জলে ডুবাইয়া সন্তরণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর যায়, কদাকার জন্য যে জন্তু দেখে, সেই তাহাকে অশ্রদ্ধা করে।

এদিকে বসন্তকালের আগমনে বৃক্ষের পুরাতন পল্লব সকল মলিন হইয়া ক্রমে শুষ্ক হইতেছে, হরিদ্বর্ণ নবীন পত্র সকল তৎপরিবর্ত্তে আপনাদিগের শোভা সৌন্দর্য্যের সহিত বহির্গত হইয়া মানবজাতির নেত্র সুখ জন্মাইতেছে। মলয়ের বাতাস পাইয়া বনস্থিত বৃক্ষ গণের পত্র সকল একেবারে পীতবর্ণ হইয়া উঠিল। রাত্রিকালে কোকিলেরা সময় পাইয়া কুহু কুহু শব্দে আপনাদিগের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, ভ্রমরগণ এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া গুণ গুণ শব্দে মধুপান করিয়া বেড়ায়। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সকল জন্তুরই আহ্লাদের আর পরিসীমা নাই; কিন্তু হতভাগা হংসশাবকের পক্ষে এমন সুসময়ও অতি কুসময় হইয়া উঠিল।

এক দিন দিবাবসান সময়ে ভগবান্ দিবাকর আপনার রক্তিমবর্ণটি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত করিয়া অস্ত যাইতে ছিলেন, এমত সময়ে একটা প্রকাণ্ড উপবন হইতে এক পাল পরমসুন্দর রাজহংস তথায়

উপস্থিত হইল। হংস শাবক তাহাদের রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, কারণ এতাদৃশ সুন্দর পক্ষী সে পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। তাহাদের বর্ণ অতিশুভ্র, গলদেশ লম্বা এবং সুচারুরূপে নির্ম্মিত, দেখিলেই বোধ হয় যে তাহারা যথার্থই রাজহংস বটে। ঐ রাজহংস সকল কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া আপনাদিগের রীত্যনুসারে এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল, পরে সমুদ্রপার হইয়া তদপেক্ষা উষ্ণদেশে উড়িয়া গেল। তাহারা শূন্যমার্গে কত দূর উঠিল অনুভব দ্বারা তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন, দুর্ব্বল হংস শাবক তাহা দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, যাহাহউক পক্ষীরা যে এত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, পূর্ব্বে আমি কখনই এমন দেখি নাই। কুমোরের চাক যেরূপ বেগে ঘুরিতে থাকে, সেও জলমধ্যে সেইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনার লম্বা গলাটি উত্তোলন পূর্ব্বক এক একবার উর্দ্ধে দৃষ্টি করে। তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া দুর্ব্বল হংসশাবক এমনি চীৎকার করিতে লাগিল, যে তাহা শ্রবণ করিলে, অন্যের ভয় দূরে থাকুক স্বয়ং তাহাকে ভীত হইতেহয়।

আহা! ঐ সুন্দর মনোহর পক্ষী সকলকে কোন প্রকারে সে বিস্মৃত হইতে পারিল না, তাহারা তাহার দৃষ্টি পথাতীত হইলে, মনোদুঃখে সে জলের অধোভাগে নিমগ্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিল। পরক্ষণেই মস্তকোত্থিত করিয়া শূন্যমার্গের প্রতি দৃষ্টি করিল বটে, কিন্তু তাহাদের অদর্শন হেতু একেবারে সে উন্মত্তপ্রায় হইল। কিরূপে ঐ পক্ষীগণ সেখানে

আসিয়া ছিল, এবং কোথায়ই বা তাহারা গেল, সে অনুভব দ্বারা তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কি আশ্চর্য্য, একবার দৃষ্টে তাহাদের উপর তাহার যাদৃশ স্নেহ হইয়াছিল, এজগতের কোন জীব জন্তুর উপর তাহার তাদৃশ স্নেহ হয় নাই। ঐ পক্ষীগণের রূপ মাধুরীর উপর ঈর্ষ্যা হেতু তাহার যে এতদ্রূপ ভাব জন্মিয়াছে, এমত কথা কখনই বলা যায় না। সে নিজে অতি কুৎসিত পক্ষী, কোন জন্তুর মনোহর আকৃতিতে যে তাহার দ্বেষ হইবে, একথা কোনমতেই সম্ভব নহে। আহা! ঐ হংসগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে আপনাদিগের সন্নিকটে বাস করিতে দেয়, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, ইহাই সে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অভিলাষ করিতেছিল।

কিছুদিন এইরূপে যায়, ক্রমে গ্রীষ্মকালের আগমন হইল, খরতর দিনকরের কিরণ দ্বারা পশুপক্ষী কীট প্রভৃতি সকল জন্তুই যেন ম্লান হইয়া পড়িল, শরীরের স্ফূর্ত্তি আর কোন জন্তুরই নাই। সকলই যেন বিষণ্নভাব প্রাপ্ত হইতেছে। কখন কখন সন্ধ্যার সময়ে জল ঝড় বজ্রাঘাত ও মেঘাড়ম্বর দ্বারা এমনি দুঃখ উপস্থিত হয়, যে সকল প্রাণীই ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতে থাকে। একদিন দিবাবসান সময়ে ঐ হতভাগ্য হংসের ছানা দুরন্ত গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হেতু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া জলমধ্যে সন্তরণ করিতে ছিল। এমত সময়ে শূন্যমার্গে হঠাৎ ঘোর অন্ধকার হইলে সে মনে মনে বিবেচনা করিল, না জানি অদ্য কি দুর্ঘটনা হইবে। আকাশের ভাব দে-

খিয়া বেশ বোধ হইতেছে যে অবিলম্বে ভারি একটা ঝড় হইলেও হইতে পারে, অতএব শীঘ্র শীঘ্র খাল হইতে উঠিয়া ঐ ঝোপের আড়ালে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য, ইহা ভাবিয়া সে জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া কিয়দ্দূর গেল, দশ বার হাত যাইতে না যাইতে একেবারে জল ঝড় শিলাবৃষ্টি আইল, শিলার আঘাতে ও ঝড়ের প্রাবল্য হেতু ধূলা দ্বারা সে লেপিত হইয়া আর চলিতে পারিল না, একেবারে অচেতন হইয়া একটা বৃক্ষ মূলে পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রত্যুষে এক কৃষক কার্য্যক্রমে ঐ বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখে, দুর্ব্বল হংসশাবক ঝড় বৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া মৃতপ্রায় ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। সে আস্তে ব্যস্তে তাহাকে লইয়া আপন স্ত্রীর নিকটে সমর্পণ করিয়া কহিল, তুমি যত্ন পূর্ব্বক হংসশাবকের শুশ্রূষা করিয়া ইহার প্রাণ রক্ষার বিশেষ উপায় কর, তাহা হইলে এই দুর্ব্বল পক্ষী এযাত্রা রক্ষা পাইতে পারিবে। কৃষকের ভার্য্যার যত্ন দ্বারা দুর্ভাগ্য হংসশাবকের সে বার ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল।

অতঃপর কৃষকের সন্তানেরা তাহার সহিত ক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় একবার তাহাকে ধরিতে যায়, একবার পশ্চাতে হাঁটিয়া আইসে, কিন্তু দুর্ব্বল হংসশাবক বালকেরা তাহাকে লইয়া যে আমোদ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিল না, মনে করিল উহারা আমাকে ব্যামোহ দিবার কারণ এই প্রকার চেষ্টা করিতেছে, অতএব সে ঠিক সোজা দৌড়িয়া যাইতে যাইতে একখানা দুগ্ধের কড়ায় পড়িল, তদ্দ্বারা ক-

ড়ার তাবৎ দুগ্ধটা ঘরের ভিতরে পিছলিয়া পড়িয়া গেল। কৃষকের স্ত্রী তাহা দেখিয়া করতালি দ্বারা ঐ হংসের ছানাকে তাড়াইয়া দেওয়াতে, সে ভয় পাইয়া প্রথমে একটা মাখনের হাঁড়িতে পড়িল, পরে শশব্যস্তে তাহা হইতে উঠিয়া পুনর্ব্বার যে গামলাতে ময়দা ভিজান ছিল, সেই ময়দার গামলায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইল। কি আশ্চর্য্য! কৃষকের বালক বণিতা সকলেই তাহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল, কেহ চিমটা ছুড়িয়া মারে, কেহ তাহাকে যত্ন করিয়া ধরিতে যায়। সকলেই তাড়া করিয়া এইরূপ ধরিতে উদ্যত হইলে, কে কাহার ঘাড়ে পড়ে তাহা নিশ্চয় করা অসাধ্য হইল। ঐ গৃহস্থের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, তাহাদের হাস্য কলরবের কথা কি বলিব! বালকদিগের হাস্য এবং চীৎকার ধ্বনিতে কৃষকের বাটীতে অতিশয় গোলমাল উপস্থিত হইল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই চাসার ঘরের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল না, এজন্য সে আস্তে আস্তে তদ্দ্বারা বহির্গত হইয়া এক বোঝা কাষ্ঠের আঁটির উপরে পড়িয়া অতিশয় শ্রান্তিযুক্ত হইল।

আহা! বর্ষার প্রাদুর্ভাব হেতু দুর্ব্বল হংস শাবক যে কি পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না, কখন গাছতলায় কখন ঝোপের আড়ালে, কখন বা বেতবনে পড়িয়া সে কালযাপন করে, বন বাদা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে, কোন স্থানেই কিছু সুখ পায় না, ঝড় বৃষ্টিতে প্রতিদিন ক্লেশ পাইয়া তাহার শরীরটা একেবারে জীর্ণ এবং শীর্ণ হইয়া প-

ড়িল। কিন্তু কালের গতিতে তাহার সে দুঃখ আর বহুদিবস রহিল না। ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি আপন অনুচর দিগের সহিত বর্ষা ঋতুর অবসান হইলে, ক্রমে হেমন্ত ঋতু আপন স্বাভাবিক শোভা সঙ্গে লইয়া আগমন করিলেন, তাহাতে পশু পক্ষি সকলেই পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু আহ্লাদিত হইল। হেমন্তের আগমনে দুর্ব্বল হংসশাবক পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সবল হইয়া পাখা ঝটকাইতে পারিল। পূর্ব্বে যেরূপ তাহা কেবল ছপ্ ছপ্ শব্দ করিত, এক্ষণে আর সেরূপ করিল না, এখন উহা শক্তিপূর্ব্বক ভোঁ ভোঁ শব্দ করিয়া তাহাকে যথা তথা লইয়া যাইতে সক্ষম হইল। আপন পাখায় বল পাইয়া হংসশাবক উড্ডীয়মান হওত কিয়দ্দূর যায়, কোথায় যাইবে, এবং কি করিবে, পূর্ব্বে তাহার কিছুই অনুভব করে নাই। অতএব যাইতে যাইতে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড উদ্যান মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখে যে পরম সুন্দর সেই বাগানটি চারিদিকে খাল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, আম্র জাম কাঁঠাল প্রভৃতি অসঙ্খ্য বৃক্ষ দ্বারা তাহা পরি পূরিত, তত্রস্থিত কোন কোন গাছও ফল ভারে অবনত হওয়াতে তাহাদের শাখা গুলান খালের জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। আহা! ঐ সকল বৃক্ষের মুকুল এবং পুষ্প সকলের সৌরভের কথা কি বলিব! গন্ধ দ্বারা বাগানটি একেবারে আমোদিত হইয়াছিল। হেমন্তের প্রথমাগমে বৃক্ষ লতা তৃণ প্রভৃতি সকলই যেন সতেজ হইয়া আপনাদিগের শোভা প্রদর্শন করিতেছে। এমত সময়ে পরমসুন্দর তিনটা শ্বেতবর্ণ

রাজহংস ঝোপের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া পাখা নাড়িতে নাড়িতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। খালের জল নির্ম্মল দেখিয়া তদুপরি তাহারা সু-চারুরূপে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। হংসশাবক তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া বিবেচনা করিল, পূর্ব্বে আমি যে সকল পক্ষি দেখিয়া মনোমধ্যে ক্ষুব্ধ হই-য়াছিলাম, যাহাদের রূপ অদ্যাবধি আমার মনোমধ্যে জাগরূক হইয়া আছে, কি ভোজন, কি শয়ন, কি স্বপ্ন, অনুক্ষণ যাহাদিগকে আমি চিন্তা করিয়া থাকি, বোধ করি ইহা তাহারাই হইবে।

হংসশাবক আরও কহিল, আমি নিজে অতি কুৎসিত জন্তু, উহাদিগের নিকট গমন করিলে কি জানি উহারা আমাকে চঞ্চুদ্বারা ঠোকর মারিয়া প্রাণবধ করিলেও করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই, প্রাণে মরি তাহাও স্বীকার, তথাপি আমি একবার ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পক্ষি দিগের নিকটে উড়িয়া যাইব। আহা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য হংসেরা আমাকে দেখিলে চঞ্চ্বাঘাত করে, জঘন্য কুকুটীরাও আমাকে প্রহার করিয়া থাকে। যে বালিকা গৃহ পালিত পক্ষি দিগকে আহার দেয়, সেও আমার প্রতি নিষ্ঠুরা হইয়া নানা প্রকারে তা-ড়না করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করে না। আহারাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া জল মধ্যে কালযাপন করত আমি বহু কষ্টভোগ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা ঐ শ্বেতবর্ণ রাজ-হংসেরা যদি আমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলে, তাহাও আমার পক্ষে সুখের বিষয়, বরং উহাকে আমি শ্লাঘা করিয়া মানি। এই রূপ নানাবিধ চিন্তা করণানন্তর

হংসশাবক জলে নামিয়া সাঁতার দিতে দিতে ঐ রাজহংস দিগের নিকট চলিল। তাহারা তাহা-কে দেখিবামাত্র গুরুতর শব্দে পাখা ঝটকাইয়া তাহার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্ব্বল হংসশাবক তাহা দেখিয়া ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পক্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, আপনারা আমার প্রাণবধ করুন, এসং-সারে থাকিতে আমার ক্ষণমাত্র বাসনা নাই, মরিলেই এক প্রকার বাঁচি। এই কথা কহিতে কহিতে সে জলমধ্যে আপন মস্তকটি নিমগ্ন করিয়া প্রাণে হত হইবার কারণ অপেক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু সেই খালের নির্ম্মল জল মধ্যে মস্তক ডুবাইয়া রাখাতে, তন্মধ্যে অতি কদর্য্য আপন ভীষণ মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইল না, তাহার বর্ণ এক প্রকার ফিকে কাল দেখিল। ইহাতে সে মনে করিল, আমি শাবক বলিয়া বুঝি এই প্রকার রং হইয়াছে, হউক না তাহাতে ক্ষতি কি! কিন্তু আমি রাজহংসের সন্তান তাহার কোন সন্দেহনাই।

দুর্ভাগ্য রাজহংস তখন আহ্লাদিত হইয়া কহিতে লাগিল কৃষকদিগের খামার মধ্যে পাতিহাঁসের সঙ্গে থাকি, বা অন্য পক্ষির সহিত জন্মাই তাহাতে কি আসে যায়, রাজহংসের ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আমি প্রকৃত রাজহংস তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এই চিন্তাতে মগ্ন হইয়া সে অতিশয় পুলকিত হ-ইল, পূর্ব্ব প্রাপ্ত দুঃখ যন্ত্রণা সকল আর তাহার মনে রহিল না। বহু কষ্টেরপর কিঞ্চিৎ সুখ হইলে লোকে যেরূপ কৃতার্থম্মন্য হয়, দুর্ব্বল হংসশাবকও আপনাকে সেই রূপ কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিল, আর আমি

রাজহংসের পুত্র ইহা এতদিন পর্য্যন্ত জানি নাই, তবে দুরদৃষ্ট হেতু কুরূপ হইয়াছিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? আমার জন্মতো ভাল, এক একবার সে ইহা মনে করে এবং বিপুল আনন্দে মগ্ন হইয়া খালের জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। এমত সময়ে পূর্ব্বোক্ত দীর্ঘাকার রাজহংস সকল তাহার চতুর্দ্দিকে আগমন পূর্ব্বক আপনাদিগের জাতি জানিয়া প্রেম-ভাবে তাহার পালক গুলী চুলকাইয়া দিতে লাগিল।

অনন্তর কতগুলীন অল্পবয়স্ক বালক সেই উদ্যানের মধ্যে আসিয়া খালের যে স্থানে ঐ রাজহংস সকল ক্রীড়া করিতেছিল, সে স্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা আপনাদিগের কোঁচড় হইতে মুড়ি বাহির করিয়া এক একবার জলে ছড়াইয়া তাহাদিগকে খাইতে দেয় এবং আহ্লাদে হাস্য করিয়া উঠে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন বয়স্ক একটি বালক করতালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আরে ভাই ঐ দেখ্, আর একটি নূতন রাজহংস আজ আমাদিগের খালে চরিতে আসিয়াছে, ভাল করিয়া খাবার দি, তা হলে আর ও কোথাও যাইবে না, আমাদেরই পোষা হইবে"।

আর আর বালকেরাও সেই রূপ চীৎকার করিয়া কহিল, ঠিক্ বটে ভাই ঐ রাজহংসের বাচ্ছাটিকে আমরা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, অবশ্য ইহা আমাদের খালে নূতন আসিয়া থাকিবে। আহা! তাহাকে দেখিয়া বালক দিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না "আজ আমাদের খালে একটা নূতন হাঁস আসিয়াছে, আজ আমাদিগের খালেএকটা নূতন হংস আসিয়াছে"

এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করত করতালি দিয়া তাহারা সকলেই নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ২ আপনাদিগের পিতা মাতার নিকট দ্রুততর বেগে গমন পূর্ব্বক হাসিয়া হাসিয়া কহিতে লাগিল, "মাগো মা—শুন শুন, আজ আমাদের খালে আর একটি নূতন হাঁস আসিয়াছে, শীঘ্র শীঘ্র আর চারটি মুড়ি দেও, আমরা তাহা লইয়া সে হংসশাবকটিকে খাইতে দি, সত্য বলিতেছি মা! সে খেতে পেলে আর কোথাও যাবে না, আমাদেরই পোষা হইবে"। এই রূপে বালকেরা আপনাদিগের বাটী হইতে পিঠা এবং মুড়ি আনয়ন পূর্ব্বক জল মধ্যে ছড়াইয়া ঐ হংস দিগকে আহার করিতে দিল। হংস শাবককে মুড়ি খাইতে দেখিয়া মনে মনে তাহারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং সকলেই এক বাক্য হইয়া কহিল, ভাই! খালে যত গুলী রাজহংস চরিতেছে, সকলের মধ্যে ঐ নূতন শাবকটিকে অতি সুন্দর দেখিতে পাই। কেহ বলিল আহা! দেখ ভাই দেখ দেখ ও আমাদের ন্যায় অতি অল্পবয়স্ক, এজন্য কেমন প্রেম ভাবে আমাদের কাছে কাছে আসিতেছে, উহার মত সুন্দর হংস আমাদের খালে একটিও নাই, হংসশাবকের প্রতি বালকদিগের এই রূপ বাৎসল্য ভাব ও স্নেহ দেখিয়া ঐ প্রাচীন রাজহংসগণ মস্তক নোয়াইয়া হংস শাবককে নমস্কার করিল।

প্রশংসা করিলে জ্ঞানবান লোকেরা এক প্রকার নম্রমুখ [illegible] বালকদিগের প্রশংসা শুনিয়া হংসশাবকও [illegible] আপনার মস্তকটি লইয়া পাখার মধ্যে

লুকাইল। অতিশয় আহ্লাদিত, কি করিবে অনুমান করিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে মনে মনে বড় সুখী হইল বটে, কিন্তু অভিমানে মত্ত হইয়া অহঙ্কার করিল না, বরং লজ্জাতে অধো-বদন হইয়া অতিশয় নম্রশীল হইল, কেননা সচ্চরিত্র জীব সকল পর প্রশংসা শুনিয়া কখনই অহঙ্কারী হয় না।

আহা পূর্ব্বে অন্যান্য জন্তু সকলে তাঁহাকে তাড়না করিয়া কি পর্য্যন্ত দুঃখ দিয়াছে, এক্ষণে এক একবার তাহা স্মরণ করিয়া সে অতিশয় দুঃখিত হইল, কিন্তু পরক্ষণে যখন শুনিতে পাইল বালকেরা তাহাকে সর্ব্ব পক্ষীর শ্রেষ্ঠ পক্ষী বলিয়া তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে-ছে তখন সে দুঃখ আর তাহার মনোমধ্যে রহিল না, জল বুদবুদের ন্যায় যেন তাঁহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। অপর খালের তীরস্থিত আম্র বৃক্ষ সকলও আপনাদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা গু-লান জল পর্য্যন্ত নোয়াইয়া তাহাকে নমস্কার করিল। সূর্য্য দেবের কিরণে তখন বড় একটা প্র-খরতা ছিল না, বায়ু সুশীতল, এবং মন্দ মন্দ বহন হইতে ছিল। হংস শাবকের হৃদয় কমল যেন প্র-স্ফুটিত হইয়া মহীয়ান্ হর্ষ প্রকাশ করিল, ইহাতে সে আপনার লম্বা গলাটি বিস্তারিত করিয়া পাখা ঝট্‌কাইতে ঝট্‌কাইতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত কহিতে লাগিল, যৎকালে আমি অতি কদাকার রূপে গণ্য হইয়া পাতিহাঁস দিগের সহিত কালযাপন ক-রিতেছিলাম, তৎকালে আমার দুঃখের আর পরি-

সীমা ছিল না। আহা এখন যে আমার এত সুখ হইবে, সে সময়ে স্বপ্নেতেও আমি এমন অনুভব করি নাই। জগৎপাতা পরমেশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ করি, তিনি চিরকাল কাহাকেও দুঃখ দেন না, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, কালে তাঁ-হার আশ্রিত লোক সকল বিশেষ সুখ সম্ভোগ করে। ইহা আপনার দৃষ্টান্তে আমি আপনিই বুঝিতে পারিলাম।

খর্ব্বকায়ার উপাখ্যান।

একবার এক স্ত্রীলোক সন্তান কামনায় উৎকণ্ঠিত-চিত্তা হইয়া ইতস্ততঃভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কিরূপে সন্তান পাইবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। অতএব সে এক ডাকিনীর নিকটে গিয়া কহিল, "ও ডাকিনী শুন, আমি পুত্রার্থিনী, কিরূপে এক ক্ষুদ্র শিশু পাই তাহা বলিয়া দিতে পার? তাহা হইলে আমি তোমাকে ছয় কাটা পারিতোষিক দিব।"

ডাকিনী বলিল, ইহা সহজ বিষয় তার জন্যে এত ভাবনা কেন! এই দেখ এখানে একটা যবের দানা আছে, পল্লীগ্রামের মাঠ মধ্যে যে যব জন্মিয়া থাকে, বা কুক্কুটশাবকেরা যাহা ভক্ষণ করে ইহা সেরূপ নয়। ইহাকে লইয়া এক পুষ্প পাত্রে রাখ, পরে কোন আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে পাইবে।

স্ত্রীলোক বলিল আমি আপনকার নিকটে অত্যন্ত বাধিত হইলাম, এক্ষণে পণ স্বরূপ যে ছয় টাকা আ-পনাকে দিতে স্বীকার করিয়াছি তাহা গ্রহণ করুন, ইহা বলিয়া তাহাকে ৬ টাকা দিল। পরে সে ঘরে গিয়া যবের দানা এক পুষ্প পাত্রে রোপণ করিলে

অবিলম্বে তাহা স্থল পদ্মের মত বৃহদাকার এক সুন্দর ফুল হইয়া উঠিল। প্রভেদমাত্র এই, পাবড়িগুলী মুদিত, ঠিক যেন একটি কুঁড়ি হইয়া রহিয়াছে।

এমন আশ্চর্য্য সুন্দর ফুলতো আমি কোথাও দেখি নাই, ইহা বলিয়া ঐ স্ত্রী উহার আরক্তবর্ণ পাবড়ীগুলীকে চুম্বন করিবামাত্র তাহা কল কল ধ্বনি পূর্ব্বক প্রস্ফুটিত হইল। পুত্রার্থিনী দেখিল যে উহা যথার্থই স্থলপদ্ম বটে। তন্মধ্যে সুকোমল পরমসুন্দরী এক ক্ষুদ্রা বালিকা হরিদ্রাবর্ণ রেণুর উপর শয়ন করিয়া আছে; সে অতিশয় খর্ব্বাকৃতি, বৃদ্ধাঙ্গুলির অর্দ্ধেকও নহে। অতএব সেই খর্ব্বতা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাহাকে খর্ব্বকায়া নাম দেওয়া গেল।

আহা যেমন সে খর্ব্বা তেমনি শয্যা। আক্রোটকে দুই চির করিয়া এক ভাগে তাহার দোলনা প্রস্তুত হইল। ঘল ঘষি ফুলের গদি, গোলাপ পাবড়ীর চাদর। সমস্ত রাত্রি ঐ শয্যায় সে সয়ন করিয়া থাকিত। দিনের বেলায় মেজের চতুর্দ্দিকে সে খেলা করিয়া বেড়াইত, তাহার পালঙ্ক কর্ত্রী তদুপরি একটি জল পূর্ণ পাত্র স্থাপন করিয়া পুষ্প গণের বোঁটা সকল তাহাতে ডুবাইয়া ধারে ধারে মালা গাঁথিয়া রাখিয়া দিল। খর্ব্বকায়াও বৃহদাকার পদ্ম পুষ্পের পাবড়ীকে নৌকা করিয়া শ্বেতবর্ণ অশ্বকেশরে দাঁড় প্রস্তুত করত জল পাত্রের এদিক ওদিক বাহিয়া বেড়াইত। তাহা দেখিতে কি সুন্দর! উক্ত নৌকায় বসিয়া সে এমন মিষ্ট গান করিত যে কেহ কখন তেমন গীত শুনে নাই।

এক দিন রাত্রি কালে সে আপন শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, এমত সময়ে এক দুষ্ট ভেক জানালার ভগ্ন কপাটের ভিতর দিয়া লাফাইয়া পড়িল। ভেকের শরীর প্রকাণ্ড কুৎসিত এবং ভিজা। যেস্থানে খর্ব্বকায়া আরক্ত বর্ণ গোলাপ পাবড়ীর চাদর গাত্রে দিয়া ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। সেই মেজের দক্ষিণ পার্শ্বে সে লাফাইতে লাগিল।

ভেক খর্ব্বকায়াকে অবলোকন করিয়া বলিল ইহাকে লইয়া আমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিলে এ তাহার উত্তমা স্ত্রী হইবে। এই স্থির করিয়া সে নিদ্রিত খর্ব্বকায়াকে আক্রোট খোলার দোলনা শুদ্ধ মুখে করিয়া গবাক্ষ দিয়া বাগানে লম্ফ দিল।

ঐ বাগানে এক ক্ষুদ্র খাল বহিয়া যাইত। বাদার মাটী যেরূপ দল্‌দলা হইয়া থাকে, উহার ধারও সেই রূপ ছিল। এই স্থানই ভেকের বাস স্থান, ওখানে সে সপরিবারে কালযাপন করিত। যেমন বাপ তেমনি বেটা, ভেকের পুত্র সর্ব্বপ্রকারে পিতার ন্যায় কুৎসিত কদাকার এবং দুষ্ট স্বভাব ছিল। সে আক্রোট খোলায় পরম সুন্দরী ক্ষুদ্রা বালিকাকে দেখিয়া কেঁ কোঁ কেঁ কোঁ করিয়া ডাকিতে লাগিল।

প্রাচীন ভেক বলিল ওরে বৎস এত চীৎকার করিও না, বালিকাটি হংসের পালক অপেক্ষাও লঘু, কি জানি তোমার কলরবে সে জাগিয়া উঠিলে আমাদের হস্ত হইতে পলাইয়া যাইবে। ঐ যে পদ্ম গাছটি নদী মধ্যে দেখা যাইতেছে, উহার একটি প্রশস্ত পত্রে আমরা ইহাকে রাখিব। যে নিজে এত লঘু ও ক্ষুদ্র তাহার ভারে পাতা কখন ডুবিয়া যাইবে

না। অতএব ইহা তাহার পক্ষে একটী দ্বীপ স্বরূপ হইবে। ভেক আরও বলিল, তুমি বিবাহ হইলে বাস করিতে পার এমন একটি গৃহ আবশ্যক আছে। এই বাদার নিম্ন ভূমির কোন না কোন স্থানে তাহা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, আমরা তাহা প্রস্তুত করণে অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেও বালিকা ঐ পদ্মপত্র হইতে কোন প্রকারে পলাইতে পারিবে না।

নদী মধ্যে অনেক পদ্মগাছ, তাহাদের হরিদ্বর্ণ পাতা সকল জলোপরি ভাসমান ছিল। তন্মধ্যে যেটা অধিক দূরবর্ত্তী সেই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ঐস্থানেই ভেকরাজ সাঁতার দিয়া চলিল, এবং আক্রোট খোলা সংযুক্ত খর্ব্বকায়াকে তথায় স্থাপন করিয়া আইল।

রাত্রি প্রভাত হইলে খর্ব্বকায়া গাত্রোত্থান করিয়া আপনাকে এক পদ্ম পত্রোপরি দেখিল, চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টিত, ইহাতে সে অতিশয় চীৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিরূপে ভূমি স্পর্শ করে তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না।

এদিকে বৃদ্ধ ভেক পূর্ব্বোক্ত কাদাটিয়া মাটীর নীচে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া খাঁগড়া এবং ঝোপ ঝাপ দ্বারা সুসজ্জীভূত করিয়া রাখিল, নববধূ গৃহে আইলে যেন তাহা সুপরিপাটী দেখায় এজন্য পিতা পুত্রে কতই পরিশ্রম করিল। কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে আপন পুত্রকে সমভিব্যাহারে করিয়া যে পত্রে খর্ব্বকায়াকে স্থাপিত করিয়াছিল, সেই পদ্মপত্রের নিকট সাঁতার দিয়া গেল। ও প্রস্তুত বাসর-গৃহে তাহার শয্যা আনিবার নিমিত্ত পিতা পুত্র উভয়েই চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ ভেক জলোপরি মস্তক নত করিয়া খর্ব্ব-

কায়াকে বলিল, আমার এই পুত্র তোমার স্বামী হইবে। তুমি ইহার সহিত বাদামধ্যে সুখে কাল-যাপন কর। পিতার কথাতে ভেক পুত্র প্রফুল্ল হই-য়া কেঁকোঁ কেঁ কোঁ ব্যতীত আর কিছুই করিতে পা-রিল না।

নূতন প্রস্তুত বাসর গৃহে শয্যা ছিল না, এজন্য তাহারা ঐ মনোমোহিনীর সুন্দর ক্ষুদ্র শয্যাখানি লইয়া সুখেসাঁতার দিয়া চলিল। খর্ব্বকায়া একাকিনী সবুজ পত্রোপরি উপবেশন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগি-ল। দুষ্ট ভেকের সহিত সহবাস বা তাঁহার পু-ত্রকে বিবাহ করণে তাহার মনোমধ্যে একবারও বাসনা হয় নাই। ক্ষুদ্রং মৎস্যগণ জল ক্রীড়া কালীন ভেককে দেখিয়াছিল ও তাহার কথাও শ্রবণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাহারা মস্তক তুলিয়া বাহির হওত যে পদ্ম পত্রে ঐ ক্ষুদ্র বালিকা বসিয়া রোদন করিতে ছিল, তথায় উপস্থিত হইল। খর্ব্বকায়ার মনোহর মূর্ত্তি দেখিবামাত্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তা-হারা চিন্তা করিতে লাগিল।

আহা! এমন সুন্দর ক্ষুদ্র বালিকাটি কি রূপে ভেকের সহিত বাস করিতে পারে। সকলেই ঐক্য হইয়া কহিল, তাহা কখন হইবে না। অতএব জল-মধ্যে কতকগুলী সরুজ দাঁটা সংগ্রহ পূর্ব্বক পদ্ম পত্রে বন্ধন করিয়া রাখিল এবং দন্ত দ্বারা ঐ গা-ছকে মূল শুদ্ধ কাটিয়া ফেলাতে পাতাটি স্রোতো মধ্যে ভাসিতে লাগিল, মৎস্যেরাও তাহা বহন করিয়া যে স্থানে ভেক কখন যাইতে না পারে এমত স্থানে লইয়া চলিল।

খর্ব্বকায়া অনেক নগর ছাড়াইয়া গেল। ঝোপ-স্থিত ক্ষুদ্র২ পক্ষিগণ তাহা দেখিয়া আহ্লাদে এই বলিয়া গান করিতে লাগিল হায়! কি প্রিয়তরা ক্ষুদ্র বালিকা যাইতেছে। হায়! কি প্রিয়তরা ক্ষুদ্র বালিকা যাইতেছে। অতি সুন্দর শ্বেতবর্ণের এক ক্ষুদ্র প্রজাপতি ক্রমাগত তাহার চতুর্দ্দিকে উ-ড়িয়া অবশেষে পদ্মপত্রে অবরোহণ করাতে খর্ব্বকায়া তাহাকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্টা হইল। উহার আ-নন্দের আর একটি কারণ এই, যে ভেকের নিমিত্ত সে অত্যন্ত ভীতা ছিল, সে আর কোনমতেই তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে না। যাহাহউক যে দেশ দিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালিকা যাইতেছিল, তাহা সুন্দর বটে, সূর্য্যদেব জলোপরি কিরণ প্রদান করাতে সমুদয় জলই স্বর্ণ জলবৎ হইয়া ঝলমল করিতেছিল। খর্ব্বকায়া আপন পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত কটিবন্ধন খুলিয়া একদিকে প্রজাপতি ও অন্যদিকে পদ্ম পত্রটিকে বন্ধন করণাতে পাতাটি উহাকে লইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত-তর বেগে গমন করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে সেইখান দিয়া এক গোবরিয়া পোকা যায়। খর্ব্বকায়ার সুকোমল মূর্ত্তি দেখিবামাত্র সে নখর-দ্বারা তাহাকে ছোঁমারিয়া এক বৃক্ষে উড়িয়া বসিল। সবুজ পাতাটি স্রোত মধ্যে ভাসিতে২ বহুদূর গেল। পতঙ্গ প্রজাপতি তাহাতে দৃঢ়রূপে বাঁধা, সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন প্রকারে খুলিতে পারিল না। সুতরাং পদ্মপত্রের সহিত তাহাকে ভাসিয়া যাইতে হইল।

গোবরিয়া পোকা খর্ব্বকায়াকে লইয়া বৃক্ষে বসা-

তে সে যে ভয় পাইয়াছিল তাহা কি বলিব, বিশে-
ষতঃ পত্রে বদ্ধ শ্বেতবর্ণ প্রজাপতিটি বন্ধন খুলিতে
না পারিলে ক্ষুধায় প্রাণত্যাগ করিবে ইহা ভাবিয়া
সে আরও দুঃখিতা হইল। কিন্তু গোবরিয়া পোকার
কোন চিন্তা নাই, সে ঐ বৃক্ষের এক বড় পাতার
উপর খর্ব্বকায়ার এক পার্শ্বে বসিয়া পুষ্প হইতে
মধু সঞ্চয় পূর্ব্বক তাহাকে খাইতে দিল। এবং স্ব-
জাতির বিপরীত স্বভাব হইলেও তাহাকে প্রশংসা
করিয়া কহিল। তুমি দেখিতে বড়সুন্দর। কিয়ং
কাল পরে বৃক্ষবাসী তাবৎ গোবরিয়া পোকা তা-
হাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আইল। খর্ব্বকায়াকে
নিরীক্ষণ করত তজ্জাতীয় স্ত্রীলোক সকল ঘৃণা-
তে আপনাপন দাড়া ফিরাইয়া বলিতে লাগিল
কি দুঃখ ইহার দুইটি বই পা নাই। কেহ
বা বলিল, ছি ছি! এর দাড়া নাই। অন্যে
হাস্য করিয়া কহিল, ফু এটার কোমর কি সরু এটা
মানুষ না কি? এরূপে খর্ব্বকায়া পরম সুন্দরী হ-
ইলেও স্ত্রী গোবরিয়া পোকা সকলেই তাহাকে
কুৎসিত বলিয়া নিন্দা করিলে, যে পতঙ্গটি অগ্রে
তাহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহাকে লইয়া
আসিয়াছিল, এক্ষণে সে আর তাহাকে গ্রহণেচ্ছুক
হইল না। বরং বলিল আমি ইহাকে চাহিনা, এ
যথাইচ্ছা তথায় চলিয়া যাউক। অতএব তাহারা
বৃক্ষ হইতে উড়িয়া গিয়া এক মল্লিকা পুষ্পে তা-
হাকে অবরোহণ করাইয়া আইল। মল্লিকা পুষ্পস্থিত
খর্ব্বকায়া চীৎকার ধ্বনি পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া
কহিতে লাগিল, হায় আমি কি কুৎসিত! গো

বলিয়া পোকারাও আমাকে গ্রহণ করিতে চাহে না। কিন্তু সুকোমল গোলাপ পাবড়ীর ন্যায় যে তাহার কোমল শরীর তাহা সকলেই দেখিয়া অতিশয় প্রিয় জ্ঞান করিত।

এইরূপে অবলা খর্ব্বকায়া বিস্তারিত অরণ্য মধ্যে সমস্ত গ্রীষ্মকাল একাকিনী বাস করে। তৃণ পত্র বুনিয়া এক প্রকার মাদুর নির্ম্মাণ করত সে আপন শয্যা প্রস্তুত করিল। দোপাটি গাছের তল মধ্যে সেই মাদুর খানি শয়ন করিবার নিমিত্ত রাখিল, গাছের পাতায় তাহা ঢাকা থাকাতে বৃষ্টি পড়িল না। পুষ্প সঞ্চয় করিয়া সে আপন আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিল। রাত্রি-কালে পাতার উপর যে শিশির পতিত হইত প্রত্যূষে উঠিয়া তাহাই পান করিত।

গ্রীষ্ম এবং শরৎকাল এইরূপ সুখে যায়। ক্রমে নিদারুণ দুরন্ত শীতের আগমন হইল, যে২ পক্ষীগণ মধুরস্বরে তাহার নিকট গান করিয়া বেড়াইত এক্ষণে তাহারা দেশদেশান্তরে পলাইয়া গেল, বৃক্ষ ও পুষ্প সকল শুষ্ক হইতে লাগিল। যে ক্ষুদ্র চারাগাছের তলমধ্যে থাকিয়া পূর্ব্বে সে সুখে কালযাপন করিয়াছে এক্ষণে তাহা লাজুক লতাবৎ ক্রমে নীরস এবং হরিদ্রাবর্ণ হইয়া কেবল দাঁটা মাত্র সার হইল। একখানিও বস্ত্র নাই, সকলই ছিড়িয়া গিয়াছে, অতএব শীতে তাহাকে অতিশয় কাতর করিল। একে দুর্ব্বলা খর্ব্বকায়া নিজে অতি কোমলাঙ্গী, তাহাতে শীতের এরূপ প্রাদুর্ভাব, কি-রূপে বাঁচিতে পারে ? অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইবে এমন সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। এই কালেই

শীতল দেশে বরফ পড়িয়া থাকে। আমরা স্বভাবতঃ দীর্ঘাকার, খর্ব্বকায়া এক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ মাত্র, অনেক খানি বরফ পড়িলে আমাদের যে ক্লেশ না হয়, কিঞ্চিৎ বরফ পতনে খর্ব্বকায়ার ততোধিক দুঃখ, কি করে সে শুষ্কপত্র গুলী আহরণ করিয়া আপনার গাত্র মধ্যে জড়াইয়া রাখিল, কিন্তু তাহার মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে কিছুমাত্র উত্তাপ প্রাপ্ত না হইয়া শীত ভয়ে কম্পমানা হইল।

গ্রীষ্মকালে যে বনে খর্ব্বকায়া বাস করিত। তাহার নিকটে এক শস্যক্ষেত্র ছিল। কিন্তু বহুদিবস তথাকার শস্য সকল কাটা যাওয়াতে সেই নীহারাবৃত ভূমি মধ্যে শুষ্ক নাড়ার সারি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। খর্ব্বা বালিকা আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত শীতে কম্পমানা, এই সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে প্রকাণ্ডবন ভ্রমণের তুল্য। তথাপি সে দুঃখও সহ্য করিয়া ভ্রমণ করিতেং শেষে নাড়ার নীচে ক্ষেত্রমূষিকের এক গর্ত্ত দেখিয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইল। তথায় ক্ষেত্রমূষিক নির্ব্বিঘ্নে বাস করিত। কিছুরই অভাব নাই। শস্য পূর্ণ গৃহ, সুন্দর রন্ধনশালা ও ভোজনাগার প্রভৃতি সকলই উত্তমরূপ ছিল। দীন দুঃখিনী বালিকার ন্যায় খর্ব্বকায়া দ্বার মধ্যে দণ্ডায়মানা হইয়া কিঞ্চিৎ গোধূম প্রার্থনা করিল, কারণ, গত দুই দিন সে কিছুই ভোজন করে নাই।

প্রাচীন ক্ষেত্র মূষিক অতিশয় দয়ালু, দয়া করিয়া তাহাকে বলিল ওরে দুর্ব্বল ক্ষুদ্রজীব! ওখানে দাঁড়া-

ইয়া কেন দুঃখ পাও, আমার গরম ঘরে আসিয়া আমার সহিত ভোজন পানাদি কর।

' খর্ব্বকায়া কথা বার্ত্তায় তাহাকে অত্যন্ত আমোদিত করাতে সে বলিল।" এ তোমার ঘর, তুমি স্বচ্ছন্দে সমস্ত শীতকাল এখানে বাস কর, আমি ক্ষুদ্র২ গল্প শুনিতে বড় ভালবাসি, তুমি কেবল আমার গৃহটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া নিত্য নূতন২ গল্প আমাকে শুনাইও। বৃদ্ধ দয়ালু ক্ষেত্রমূষিকের এইরূপ প্রার্থনাতে খর্ব্বকায়া গল্প দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া কিয়দ্দিন সুখে কাল কাটাইল।

একদিন ক্ষেত্র মূষিক খর্ব্বকায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমার একজন প্রতিবাসী সপ্তাহের মধ্যে একবার আমাকে দেখিতে আসিয়া থাকে। অদ্য তাহার আসিবার দিন, বোধ হয় অতিশীঘ্র আসিতে পারে। আমা অপেক্ষা তাহার ভাল অবস্থা, ঘরগুলী বড় বড় এবং সে অতি সুন্দর কাল লোমের পোশাক পরিয়া থাকে। তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে তোমার কোন অভাব থাকিবে না, সকল বিষয়ে পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবে। এক দুঃখ যে সে চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না। তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ করিয়া উত্তমোত্তম গল্পগুলী শ্রবণ করাইও।

ক্ষেত্রমূষিকের প্রতিবাসী একটা ছুঁচা ছিল, অতএব ঘৃণা করিয়া তাহার কথায় খর্ব্বকায়া বড় একটা মনোযোগ করিল না।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত ছুঁচা কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া মূষিকের গৃহে উপস্থিত হইল। মূষিক তাহাকে

যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া কহিল " আসিতে আ-
জ্ঞা উহক, আপনি বিদ্যাবান এবং ধনবান আপ-
নকার গৃহ আমার গৃহ অপেক্ষা বিংশতি গুণে
প্রশস্ত। কিন্তু লেখা পড়া জানাতে কি আসে
যায়। ছুঁচা সূর্য্যের কিরণ বা পুষ্প সৌরভ সহ্য ক-
রিতে না পারিয়া সর্ব্বদা ঐ উভয় বস্তুকেই অত্যন্ত
অকিঞ্চিৎকর বলিত। যেহেতু তাহাদিগকে সে
কখন চক্ষে দেখিতে পাইত না।

খর্ব্বকায়া মূষিকের বড়ই বাধ্য ছিল,মূষিক তাহাকে
গান করিতে বলিলে সে মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল।
ছুঁচা তাহার সুস্বর শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত
হইয়া তাহাকে স্নেহ করিল বটে, কিন্তু সতর্ক স্বভাব
প্রযুক্ত কিছুই প্রকাশ করিল না।

কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ ছুঁচা আপনার গৃহ হইতে
ক্ষেত্রমূষিকের গর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ কাটিয়াছি-
ল। খর্ব্বকায়া এবং মূষিক অনায়াসে যতবার ইচ্ছা
ততবার ইহাতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। এক দিন
ছুঁচা তাহাদিগকে বলিল " তোমরা পথি মধ্যে যাই-
তেং একটা মৃত পক্ষী দেখিবে কিন্তু ভয় করিওনা।
আহা তখন পর্য্যন্ত ঐ পক্ষীটির ঠোঁট পালক সকলই
পরিপূর্ণ ছিল। কেবল অল্পকাল হইল ছুঁচার গর্ত্তের
নিকট সে পতিত হইয়াছিল।

অন্ধকারে যে কাষ্ঠ অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইতে
থাকে, ছুঁচা তাহার এক টুকরা মুখে করিয়া ঐ দীর্ঘ
আঁধারিয়া পথে আলোক দিতে গেল। মৃত পক্ষীর
পতিত স্থানের নিকট উপস্থিত হইয়া সে আপন প্র-
শস্ত নাসিকা দ্বারা মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক মাটী স-

কল এধার ওধার করিয়া ঐ গর্ত্তের উপরিভাগে একটা ছিদ্র প্রস্তুত করিল, তাহাদিয়া সূর্য্যের আলোক তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত।

খর্ব্বকায়া দেখিল সেটি চাতক পক্ষী, চাতক আপন পাখা দুটি দুই পার্শ্বে চাপিয়া পা ও মস্তকটিকে পালকের ভিতর রাখিয়া অচেতন ভাবে পড়িয়াছিল। তদ্দর্শনে তাহার সম্পূর্ণ বোধ হইল যে শীতেই পক্ষীর মৃত্যু হইয়াছে। আহা! খর্ব্বকায়া মৃত চাতককে দেখিয়া কত রোদন করিতে লাগিল। কেননা পূর্ব্বে এরূপ ক্ষুদ্র২ পক্ষীগুলী সমস্ত গ্রীষ্ম ঋতু তাহার নিকটে থাকিয়া কিচিমিচি শব্দ পূর্ব্বক মধুর স্বরে গান করিয়াছিল। ইহাতে সে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। কিন্তু ছুঁচা ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করিল না, বরং আপন পা দ্বারা পক্ষীর মৃত দেহকে ঠেলা মারিয়া বলিতে লাগিল, "হায় ক্ষুদ্র পক্ষী হওয়া কি দুঃখ! এ আর কখনই গীত গাইতে পারিবে না, পরমেশ্বরকে প্রর্থনা করি, যেন আমার সন্তানদের মধ্যে কাহারও এমন দুরবস্থা না হয়। কিচিমিচ ব্যতীত যে পক্ষীরা কিছুই করিতে পারে না, শীতকালে অবশ্যই তাহারা অনাহারে মরিবে"।

তাহা শুনিয়া ক্ষেত্রমূষিক ছুঁচাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আপনি বড় জ্ঞানীর কথা কহিতেছেন, পক্ষীরা কিচমিচ শব্দ করিয়া কি পায়? কেবল শীত কালের আগমনে নীহারাবৃত হইয়া তাহাদিগকে মরিতে হয়। আমার বোধে তাহাদের পক্ষে ইহাই ভদ্র।

খর্ব্বকায়া কিছুই বলিল না, কিন্তু একা দুই জন

কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে পালকে আচ্ছাদিত চাতকের মস্তকটিকে বাহির করিয়া তাহার মুদিত চক্ষে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল, এবং মনেং চিন্তা করিল, বোধ হয় এই সুন্দর ছোট পক্ষীটি গ্রীষ্ম কালে মিষ্ট গান করিয়া আমার মনে আহ্লাদ প্রদান করিয়াছে।

পরে ছুঁচা অত্যল্পকাল আপন গর্ত্তের প্রবেশ দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয়কেই সঙ্গে লইয়া গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল। আর ভোজন পানাদি স-মাপন করিয়া তাহারা সকলেই নিদ্রা গেল। খর্ব্ব-কায়ার সে রাত্রি নিদ্রা হইল না। সে খানিক রাত্রে গাত্রোত্থান করিয়া শুষ্ক ঘাস দ্বারা এক উত্তম গালিচা প্রস্তুত করিল, এবং মৃত পক্ষীর নিকটে যাইয়া ঐ গালিচা খানি তাহার উপর ঢাকা দিল। অপর ক্ষেত্রমূষিকের কুঠারিতে তুলার ন্যায় অতি নরম কতকগুলী পুষ্পরেণু ছিল, সে তাহা লইয়া চাতকের দুই পার্শ্বের পালকের নীচে রাখিল যেন পক্ষী শীতল মাটীতে দুঃখ না পাইয়া উত্তাপিত হয়।

সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময় সে বলিল অরে সুন্দর পক্ষী! এক্ষণে আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় হই, আহা! তুমি গ্রীষ্ম কালে মনোহর সংগীত করিয়া কত আহ্লাদ প্রদান করিয়াছ। অতএব তোমায় ধন্যবাদ করি। সেকাল কেমন কাল! যে কালে বৃক্ষ সকল হরিদ্বর্ণ থাকে, সে কালে সূর্য্যদেব আমাদের উপর কিরণ প্রদান করিয়া আমাদিগকে উত্তাপিত করেন। এই কথা বলিয়া সে আপন মস্তক পক্ষীর বক্ষঃস্থলে রাখিল। কিন্তু ভিতরে যেন কি টিপ টিপ করিতেছে এমন

বোধ হইলে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। উহা তাহার অন্তঃকরণ, কারণ তৎকালে পক্ষী মরে নাই, কেবল শীতের ক্লেশে অচেতন হইয়াছিল। এক্ষণে কিঞ্চিৎ উত্তাপিত হওয়াতে সে ক্রমে চেতন পাইতে লাগিল। শরৎকালে চাতক পক্ষীরা শীতল দেশ হইতে উষ্ণ দেশে যায়। দৈবক্রমে তাহাদের যাইতে বিলম্ব হইলে, প্রায় তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া মৃতবৎ যেখানে পড়ে সেই খানেই থাকে, কতই বরফে ঢাকা পড়ে।

দয়াল স্বভাব খর্ব্বকায়া নিজে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ মাত্র, তাহার সহিত তুলনা করিতে হইলে চাতক পক্ষীকে বৃহৎ বলিতে হইবে। অতএব সে উহার ভয়ে কম্পমানা হইল বটে, তথাপি তাহার সেবার প্রতি অমনোযোগ করিল না। বরং সাহস পূর্ব্বক আরও কিঞ্চিৎ তুলা পুরু করিয়া দুর্ব্বল চাতকের দুই পার্শ্বে রাখিল, এবং পুদিনা গাছের পাতা আনিয়া একখানি চাদর নির্ম্মাণ করত তাহার মস্তকোপরি বিছাইয়া দিল।

পর দিবস রাত্রিকালে খর্ব্বকায়া পুনর্ব্বার গোপনভাবে উঠিয়া চাতককে দেখিতে গেল, দেখিল সে জীবিত আছে বটে, কিন্তু বড়ই ক্লিষ্ট। খর্ব্বকায়া লণ্ঠন অভাবে এক খানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ হস্তে লইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। পক্ষী আলোক পাওয়াতে ক্ষণমাত্র মিট্‌ মিট্‌ করিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

অনন্তর ক্ষণকাল বিলম্বে পীড়িত চাতক খর্ব্বকায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল। বিবি সা-

হেব আমি তোমাকে অসঙ্খ্য ধন্যবাদ করি। এক্ষণে উত্তম রূপে উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছি, বোধ করি অতি-শীঘ্র পুনর্ব্বার বল প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যের কিরণ যুক্ত উষ্ণ দেশে উড়িয়া যাইতে পারক হইব।

থর্ব্বকায়া বলিল“ মরি মরি আহা বাছা তাহা হ-ইবে না। বাহিরে বড় শীত, বরফ এবং হিমানী সর্ব্বদা পড়িতেছে, তুমি এই খানে আপন উষ্ণ শয্যায় শ-য়ন করিয়া থাক, আমি তোমার সাবধান লইব।

পরে সে পুষ্প পত্র দ্বারা কিছু জল আনিয়া চাতককে পান করিতে দিলে চাতক তাহা পান ক-রিয়া শরীরে বল প্রাপ্ত্যনন্তর বলিতে লাগিল, যৎকালে অন্যান্য চাতকেরা শীতভয়ে দূরবর্ত্তী উষ্ণতর দেশে পলাইয়া যায়, আমিও তাহাদের সঙ্গে২উড়িয়া যাইতে ছিলাম, কিন্তু দৈব ক্রমে কাঁটা গাছ লাগিয়া আমার পালক ছিঁড়িয়া যাওয়াতে আমি আর তাহাদের সহিত শীঘ্র শীঘ্র উড়িতে পারিলাম না। অবশেষে ভূমিতে পড়িলাম, তাহার পর কি হইল এবং কিরূ-পেই বা এখনে আইলাম তাহার কিছুই স্মরণ হয় না।

এই রূপে সমস্ত শীত কাল চাতক ভূমির নিম্ন ভাগে থাকাতে থর্ব্বকায়া যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে লালন পালন করিয়া অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিল। ছুঁচা এবং ক্ষেত্র মূষিক ইহার কিছুই জানিত না। তাহারা উভয়েই চাতক পক্ষীদের বড় শত্রু ছিল।

বসন্ত কালের আগমনে সূর্য্যদেব পৃথিবীকে উ-ত্তাপিত করিলে চাতক থর্ব্বকায়ার নিকট বিদায় চাওয়াতে, ছুঁচা তাহাকে বাহির করিবার নিমিত্ত যে ছিদ্র করিয়াছিল, সে তাহা খুলিয়া ফেলিল। তা-

হাতে সূর্য্যদেব উজ্জ্বলরূপে তাহাদের উপর পতিত হইলে চাতক তাহাকে বলিল, " তুমি আমার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ কর, আমি তোমাকে বহন করিয়া দূর দেশের হরিদ্বর্ণ যুক্ত অরণ্য মধ্যে লইয়া যাই। কিন্তু খর্ব্বকায়া জানিত এরূপে মূষিককে পরিত্যাগ করিয়া গেলে প্রাচীন ক্ষেত্রমূষিক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবে।

সে মনে২বলিল না না আমি এমন কর্ম্ম কখনই করিতে পারিব না। পরে" ওহে সুন্দরী দয়ালু বালিকা! আমি তোমার নিকট বিদায় হই। এই কথা বলিয়া চাতক বিস্তারিত সূর্য্য কিরণে উড্ডীয়মান হইল। খর্ব্বকায়া দুর্ব্বল চাতককে অতিশয় দয়া করিত, অতএব তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে২ তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল।

পক্ষী সবুজ বনে উড়িয়া যাইবার জন্য কিচ্ কিচ্ করিয়া ডাকিতে লাগিল। খর্ব্বকায়া অতিশয় দুঃখিত উত্তপ্ত সূর্য্য কিরণে যাইতে পারিল না। আর ঐ মূষিক গর্ত্তের উপরিস্থিত ভূমিতে কৃষকেরা বীজ বপন করিলে ক্রমে তাহা বাড়িয়া উঠিয়া এক বুরুল মাত্র লম্বা হইল, ঐ ছোট মেয়্যাটির পক্ষে তত্রস্থ চারাগাছ গুলীকে এক বন স্বরূপ কহিতে হইবে।

এক দিন ক্ষেত্র মূষিক খর্ব্বকায়াকে বলিল ও খর্ব্বকায়ে! তোমার বিবাহ হইবে, আমার প্রতিবাসী ছুঁচা তোমার পাণিগ্রহণের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। তুমি নিজে অতি ক্ষুদ্রা বালিকা, এ তোমার পরম সৌভাগ্য। এখন বিশেষ মনোযোগ করিয়া তুমি বিবাহ উদ্যোগ কর। পশম এবং রেশমি কাপড় সকল প-

রিতে পাইবে, ছুঁচার স্ত্রী হইলে কিছুরই অভাব থাকিবে না।

এইরূপে খর্ব্বকায়া সুতা কাটিতে বাধিত হইল, ক্ষেত্রমূষিকও চারিটা মাকড়সাকে নিযুক্ত করিয়া দিন রাত্রি তাহার জন্যে কাপড় বুনাইতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ছুঁচা আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং সর্ব্বদা কহিত গ্রীষ্মের অবসান হইলে সূর্য্যোত্তাপ দূর হইবে, এক্ষণে ভূমি সকল উত্তপ্ত হইয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়াছে। এই দুরন্ত কাল যাউক, তবে খর্ব্বকায়াকে বিবাহ করিব। কিন্তু ঐ দুষ্ট ছুঁচার কথা সে সহ্য করিতে না পারিয়া অতিশয় অসন্তুষ্টা হইত। প্রতিদিন সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত কালিন সে লুকাইয়া গর্ত্তদ্বারের বহির্গত হইত। বায়ু সঞ্চালন দ্বারা যবের শীষ গুলীন এধার ওধার পড়িলে নীলবর্ণ আকাশ তাহার চক্ষুর্গোচর হইত। ইহাতে সে মনে২ চিন্তা করিয়া কহিত হায়! চতুর্দ্দিক কেমন নির্ম্মল এবং সুন্দর দেখিতেছি, এ সময় আমার প্রিয়তম চাতক পক্ষীটিকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। আহা! মিথ্যা আশা করিলে কি হইবে, সে আর কখনই ফিরিবেনা, নিশ্চয় সে কোন সবুজ বনে উড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

শরৎকালের মধ্যেই খর্ব্বকায়ার বস্ত্র প্রস্তুত হইল। ক্ষেত্রমূষিক তাহাকে বলিল, আর চারি সপ্তাহের মধ্যে তোমার বিবাহ সম্পন্ন হইবে। ইহাতে সে চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া কহিল আমি বিরক্তকারি ছুঁচাকে কোনমতে বিবাহ করিতে চাহি না।

ক্ষেত্রমূষিক বলিল ঠেঁটা করকট্যা দুষ্টা মেয়্যা

নষ্টামি করিও না, শরু দাঁতে কামড়াইয়া তোমাকে এখনই ছিঁড়িয়া ফেলিব। ছুঁচা অতি ভাগ্যবান জন্তু, রাণীরও এমত উত্তম কালবর্ণের পশমি কাপড় নাই। তাহার রান্নাঘর এবং শস্যগৃহ পূর্ণ, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ কর যে তিনি এমত উত্তম বর তোমার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অনন্তর বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে ছুঁচা খর্ব্বকায়াকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত মূষিকের বাটীতে আইল। এক্ষণে আর কোন উপায় নাই। তাহার সহিত উঁহাকে ভূমির অত্যন্ত নিম্নভাগে বসতি করিতে হইবে, দ্বারের বহির্গত হইয়া সে আর সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিতে পারিবে না, কারণ সূর্য্যের সহিত ছুঁচার বড়ই শত্রুতা ছিল। ক্ষেত্র মূষিকের সহিত বাস করণ সময়ে, সে বাহিরে যাইতে না পারুক, তবু দ্বারের নিকট দণ্ডায়মানা হইয়া রৌদ্র পোহাইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে ছুঁচার ভার্য্যা হইল সেই সুন্দরসূর্য্যের নিকট বিদায় লইতে হইবে, এই চিন্তা করিয়া সে অতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইল।

শস্য সকলকাটা হইয়াছিল, ক্ষেত্র মধ্যে শুষ্ক নাড়া ব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র ছিল না। খর্ব্বকায়া মূষিকের গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া কিয়দ্দূর গেল। এবং হস্ত বিস্তারিত করিয়া কহিতে লাগিল, হে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেব! আমি তোমার নিকট বিদায় হই। আরঐস্থানের নিকটে একটি রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ফুলচারা দেখিয়া সে তাহার উপর হস্ত প্রক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। আমি বিদায় হই, আমি বিদায় হই, তুমি

কখন চাতক পক্ষীকে দেখিলে আমার বিনতি নমস্কার জানাইও।

এমত সময়ে আপন মস্তকোপরি কিচ্ মিচ্ শব্দ শুনিতে পাইয়া সে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিবামাত্র দেখিতে পাইল যে চাতক উড়িয়া যাইতেছে। চাতকও দূর হইতে নিজ পালন কর্ত্রী খর্ব্বকায়াকে দেখিয়া অতিশয় অহ্লাদিত হইল, নিকটে আইলে খর্ব্বকায়া তাহাকে পূর্ব্বাপর সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া কহিল, আমি কুৎসিত ছুঁচাকে বিবাহ করণে অত্যন্ত ঘৃণা করি, তাহাকে বিবাহ করিলে যাবজ্জীবন নিম্ন ভূমির অধোভাগে আমায় বাস করিতে হইবে। সে স্থানে সূর্য্যের কিরণ কখন যায় না। এই কথা কহিতে২ অজস্র অশ্রুধারা তাহার চক্ষু হইতে নির্গত হইতে লাগিল।

চাতক বলিল সুন্দরি! ক্রন্দন করিও না। দুরন্ত শীতকাল আসিতেছে, আমি সেই ভয়ে উষ্ণতর দেশে পলাইয়া যাইতেছি, ইচ্ছা হয় তো আমার সহিত আইস। আমার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিয়া তুমি আপনাকে কটিবন্ধনের পট্টবস্ত্রে উত্তমরূপে বন্ধন কর। আমি তোমাকে বহন করিয়া কুৎসিত ছুঁচা এবং তাহার অন্ধকারময় বসত্বাটী হইতে পাহাড় ও পর্ব্বত সকলের উপর দিয়া অতি দূরস্থ উষ্ণদেশে লইয়া যাই। এস্থান অপেক্ষা সেস্থানে সূর্য্য অধিক তেজোময় হয়, সকল সময়েই গ্রীষ্ম, এবং উত্তমোত্তম পুষ্প সকল যথা উৎপন্ন হইয়া থাকে আমি সেখানে তোমাকে লইয়া যাইব। প্রিয়ে!

খর্ব্বকায়া! আমার সহিত চল, অতি শীতল গর্ত্তে পড়িয়া আমি তুষারে যখন আচ্ছন্ন ছিলাম, তখন তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ।

খর্ব্বকায়া তাহাতে সম্মত হইয়া পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। সকল পালক হইতে যে পালকটি শক্ত তাহাতে সে আপন কটিবন্ধনের পট্টবস্ত্র খানি দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া পাদুটি ডানার উপর রাখিল, চাতক তাহার সহিত শূন্যমার্গে উড়িয়া বড়২ বন সমুদ্র এবং অত্যুচ্চ তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বত সকল ছাড়াইয়া গেল। খর্ব্বা বালিকা শুদ্ধ মস্তকটিকে বাহির করিয়া অধোভাগস্থিত পদার্থ সকল দেখিতেং চলিল। সমুদায় শরীর পক্ষির উষ্ণ পালুকের ভিতর গুঁজড়াইয়া রাখিল, তাহা না করিলে বরফ ও শীতল বায়ুতে সে জমাট হইয়া যাইত।

অবশেষে তাহারা এক উষ্ণদেশে উত্তরিয়া দেখিল যে পূর্ব্ববসতি স্থান অপেক্ষা তথাকার সূর্য্য অধিক তেজোময়, আকাশকে মৃত্তিকা হইতে দ্বিগুণ উচ্চ বোধ হইল। উত্তমোত্তম তাল এবং শ্বেতবর্ণের আঙ্গুর সকল বেড়া ও নরদামার ধারে ফলিয়া রহিয়াছে। কমলা প্রভৃতি নানা প্রকার লেবু সকল বনস্থিত বৃক্ষ সকলে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চন্দন প্রভৃতি বনজ বৃক্ষ হইতে বায়ু সহকারে সদ্‌গন্ধ বহিতেছে। বালকেরা বিবিধ চিত্র বিচিত্র নানাবর্ণের প্রজাপতি লইয়া দৌড়া দৌড়ি করত ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু চাতক সেস্থানেও বিরাম না করিয়া আরও কিঞ্চিৎ অধিক দূরে উড়িয়া চলিল।

অবশেষে অতি প্রাচীন শ্বেতবর্ণের মর্ম্মর প্রস্তর

নির্ম্মিত একটি অট্টালিকা মধ্যে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব কথিত স্থান অপেক্ষা সে স্থানের দৃশ্য পদার্থ সকল আরও মনোরম। নীলবর্ণ জলাশয়ের ধারে ঐ অট্টালিকাটি স্থাপিত, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বড়ং সবুজ বর্ণের ঝাউগাছ সকল ছায়া প্রদান করিতেছিল। থামগুলীন দ্রাক্ষালতাতে জড়ান, তাহার উপরি-ভাগে চাতক পক্ষিদের বিস্তর নীড় দেখিতে পাওয়া গেল। তন্মধ্যে খর্ব্বকায়ার বাহক সেই চাতকেরও বাসা ছিল।

চাতক বলিল, ও খর্ব্বকায়ে! এই খানি আমার ঘর। কিন্তু তোমার উপযুক্ত আমার সামগ্রী পত্র নাই, অতএব কিরূপে তুমি আমার সহিত বাস ক-রিতে পারিবে। অধোভাগস্থিত ফুলগাছ সকলের মধ্যে কোনটা অতি সুন্দর তাহা মনোনীত কর, আমি তোমাকে বহন করিয়া তদুপরি বসাইয়াদি, তথায় তোমার যেমন ইচ্ছা সেইরূপ সুখী হইতে পারিবে।

তাহা শুনিয়া খর্ব্বকায়া আনন্দে করতালি প্র-দান করত কহিতে লাগিল। কি আনন্দ! এমন সুখ হইবে আমি কখনই এমন বিবেচনা করি নাই। পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া তিনখান হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যস্থিত ভূমিতে বিস্তর শাদা ফুলের গাছ ছিল, চা-তক খর্ব্বকায়াকে বহন করিয়া ঐ সকল গাছের একটি প্রশস্ত পত্রে স্থাপন করিয়া আইল। উক্ত ফুল সক-লের মধ্যে একটি অতি সুন্দর খর্ব্বকায় পুরুষ দেখি-য়া খর্ব্বকায়া অতিশয় আনন্দিত হইল। তহার শরীর

বড় স্বচ্ছ আয়না অপেক্ষা নির্ম্মল, মাথায় একটি স্বর্ণমুকুট এবং দুইস্কন্ধে দুইখানি কোমল পাখাছিল। অতএব ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে সে এক যোগ্যপাত্র ছিল। আপনি যেমন ক্ষুদ্রা সেও তেমনি ক্ষুদ্র, এস্থলে আর একটি কথা বলি, অতি ক্ষুদ্র পুরুষ বা স্ত্রীলোক প্রত্যেক ফুলে আত্মা স্বরূপ বাস করে। আর খর্ব্বকায়া যে ফুলে বসিয়া ছিল, ঐ ক্ষুদ্র পুরুষ তাহার আত্মা স্বরূপ ছিলেন, তিনি সামান্য ক্ষুদ্র পুরুষ নহেন, পুষ্পাত্মাদিগের রাজা স্বরূপ ছিলেন।

খর্ব্বকায়া চাতককে চুপে২ বলিতে লাগিল আহা! উনি দেখিতে কি সুন্দর! পূর্ব্বোক্ত পুষ্পরাজ নিজে অতি কোমল এবং ক্ষুদ্রকায় ছিলেন, তাহার সহিত তুলনাতে চাতক রাক্ষস স্বরূপ, অতএব তিনি চাতককে দেখিয়া বড় ভয়যুক্ত হইলেন। কিন্তু, খর্ব্বকায়ার দর্শনে তাঁহার সে ভয় দূরে গিয়া বরং প্রফুল্ল চিত্ত হইলেন। কারণ এমন সুন্দরী বালিকা তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। পুষ্পরাজ আপন মস্তক হইতে স্বর্ণ মুকুট খুলিয়া খর্ব্বকায়ার মস্তকোপরি স্থাপন করত জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমার নাম কি? তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কি না? আমার সহিত বিবাহ হইলে পুষ্পরাজের রাণী হইবে। পূর্ব্বে ভেকশাবক এবং কাল লোমের পোশাক যুক্ত ছুঁচার সঙ্গে যে সম্বন্ধ হইয়া ছিল, এবার সেরূপ নয়, পুষ্পরাজ তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্ববিধায়ে শ্রেষ্ঠ ও বিভিন্ন। অতএব খর্ব্বকায়া তাহাতে সম্মতা হইয়া বলিল। হুঁা যদি রাজপুত্রের ইচ্ছা হয় তবে আমি স্বীকৃতা হইলাম, পরে প্রত্যেক [illegible] হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সকল

বহির্গতা হইয়া তাহাদিগকে দর্শন করিতে আইল। সকলেরই মনোহর রূপ, দেখিলে অত্যন্ত আনন্দোদ্ভব হয়। প্রত্যেকেই আগমন কালীন এক একটি যৌতুক আনিয়া ছিল, তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ প্রজাপতির পাখার ন্যায় যে পরম সুন্দর দুইখানি পাখা তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, খর্ব্বকায়া অতি যত্নে ঐ দুইখানি পাখা লইয়া আপন স্কন্ধোপরি বন্ধন করাতে সকল ফুলেই উড়িয়া যাইতে পারিল। আনন্দের পরিসীমা নাই। কিন্তু চাতক তৎকালে আপন নীড় মধ্যে একাকি বসিয়া ছিল, বিবাহ সংগীত গাইবার নিমিত্ত সকলে ব্যস্ত হইয়া চাতক২ বলিয়া ডাকাতে সে আসিয়া আপন সাধ্যানুসারে গীত গাইল বটে পরন্তু তাহারি মনোমধ্যে বড় একটা সুখ ছিল না। সে খর্ব্বকায়াকে বড় ভালবাসিত, তাহার সহিত পৃথক থাকিতে কখনই ইচ্ছা করিত না।

পুষ্পরাজ খর্ব্বকায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন তুমি পরমাসুন্দরী তোমার নামটি তোমার যোগ্য নয়, অতএব এইকাল অবধি আমরা তোমাকে খর্ব্বকায়া নামে আর না ডাকিয়া মায়া নামে ডাকিব। চাতক বিদায় হই বিদায় হই এই কথা বলিয়া উষ্ণদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উত্তর অঞ্চলে উড়িয়া গেল। খর্ব্বকায়া বহুকষ্ট সহ্য করণানন্তর পুষ্পরাজকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

সমাপ্ত।

VERNACULAR LITERATURE SOCIETY

অনুবাদক সমাজ।

বিজ্ঞাপন।

অনুবাদক সমাজের অধ্যক্ষেরা এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত সমাজের মনোনীত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২০০ দুই সত টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। এই নিয়ম এক জনের এবং এক বারের জন্য নহে, যখন যে ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাঁহাকে উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

১ ম। পুস্তকখানি সুনীতিসম্পন্ন বা চরিত্রশোধক হইবেক।

২ য়। নিম্নলিখিত বিষয়ে অথবা তদ্রূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবে।

১ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র।

২ দেশ প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোল বৃত্তান্ত।

৩ বাণিজ্য এবং লোকযাত্রা বিধান।

৪ লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞান শাস্ত্র।

৫ শিল্পবিদ্যা।

৬ শিক্ষাবিধান।

৭ জীবনচরিত।

৮ নীতিগর্ব্ভ গল্প।

৩ য়। বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক; বিশেষত ঐ রচনা ও উহার ভাব একপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

৪ র্থ। পুস্তক খানি মুদ্রিত হইলে তাহার পৃষ্ঠার সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা ফরমার ১০০ এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়।

৫ ম। যে পুস্তকের নিমিত্ত এই নিয়মানুসারে পুরস্কার প্রদান করা যাইবেক, সেই পুস্তক অনুবাদক সমাজের সম্পত্তি হইবেক, তাহাতে লেখকের কোন স্বত্ব থাকিবেক না।

৬ ঠ। নূতন লিখিত পুস্তক প্রথমতঃ সমাজের অধ্যক্ষগণের বিবেচনাধীন হইবেক, তাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যেরূপ আদেশ করিবেন গ্রন্থকারকে সেই রূপ করিতে হইবেক। কিন্তু সকল গ্রন্থকারেরাই তাঁহাদিগের ইচ্ছামত যন্ত্রালয়ে কেবল প্রথমবার আপন আপন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ ম। পুস্তক প্রচারিত হওনাবধি একবৎসরের মধ্যে ২০০০ দুই সহস্র পুস্তক যদি যথার্থতঃ বিক্রয় হয়, তবে সমাজের অধ্যক্ষেরা গ্রন্থকারকে পুনর্ব্বার পুরস্কার প্রদান করিবেন। ঐ পুরস্কার ৫০ পঞ্চাশ টাকার ন্যূন হইবেক না।

ই, বি, কাউয়েল।
বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটির
সেক্রেটরি।

BENGALI FAMILY LIBRARY.

গাহস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ।

বিজ্ঞাপন।

১ ম। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকটীকৃত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল, গরাণহাটার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৬।১ সংখ্যক সমাজের পুস্তকাগারে, মাণিকতলা শিবতলা নং ৯৪ সহকারি সম্পাদকের বাটীতে, স্কুল-বুক সোসাইটী, রোজারু কোম্পানি এবং কলিকাতাস্থ আর আর পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ব করিয়া লইবেন।

	পৃষ্ঠা	মূল্য
রবিন্সন্ ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বারখানি চিত্রযুক্ত	৩৩৬	।৶০
পাল এবং বর্জিনিয়ার জীবন বৃত্তান্ত চিত্র দ্বয় যুক্ত	২৫৫	।৶০
সেক্সপিয়র কৃত গল্প	২১২	৵০
মনোরম্য পাঠ	১১৪	৵০
রাজাপ্রতাপাদিত্যের চরিত্র ..	৬৩	৶০
বৃহৎকথা— প্রথম ভাগ	১০৯	।০
হংসরূপীরাজপুত্রদিগেরবিষয়,একচিত্রযুক্ত	৫৪	⁄১৫

পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা, ও নায়ক শোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা এক চিত্রযুক্ত	৩০	৴০
ছোট কৈলাস এবং বড় কৈলাস ..	২৫	৴০
চক্‌মকিবাক্স, অপূর্ব্ব রাজবস্ত্র, একচিত্রযুক্ত	৩০	৴০
মৎস্যনারী উপাখ্যান	৭৮	৵৫
চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর গল্প ..	২৮	৴০
অহল্যা হড্‌ডিকার বৃত্তান্ত	১১৮	৶৫
নুরজাহান রাজ্ঞীর জীবন বৃত্তান্ত	১৮২	।৴০
বায়ুচতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা। ..	৪৬	৴১০
কুৎসিত হংসশাবক ও খর্ব্বকায়ার বিবরণ	৫৫	৵০
এলিজিবেথ।	২৪৮	॥৴০
বৃহৎকথার দ্বিতীয় ভাগ .. .. জাহানিরার চরিত্র	ত্বরায়প্রকটিত হইবে	

২য়। এই সকল পুস্তক মুদ্রিত করিতে যাহা ব্যয় হইয়াছে, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ, সাধারণের উপকারার্থে তদপেক্ষাও ন্যূন মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

৩য়। উক্ত পুস্তক সকল যাঁহারা একবারে অধিক সঙ্খ্যক ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা ২৫ টাকা কমিসন দেওয়া যাইবেক।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক।

মানিকতলা শিবতলা

৯৪সংখ্যক ভবন।

BENCALI FAMILY LIBRARBY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ।

বিজ্ঞাপন।

১। নিম্ন লিখিত, স্কুলবুক সোসাইটী প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের পুস্তক সকল, (অনুবাদক সমাজের স্থাপিত) গরাণহাট্টার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৬।১ সঙ্খ্যক, গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তকাগারে বিক্রয় হইয়াথাকে। যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্র করিয়া লইবেন।

২ য়। কি দেশীয় কি বিদেশীয় সাধারণ পুস্তক-বিক্রেতা মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, তাঁহারা এই সকল পুস্তক গ্রহণ করিলে, ইহার কমিসন বা ডাকের মাসুল কিছুই দেওয়া যাইবেক না।

সত্য ইতিহাস সার	৸০
অভিধান	৸০
সারসংগ্রহ	৷৷০
পশ্বাবলি	৷৷৴০
ভূমি পরিমাণ বিদ্যা	৸৴০
বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ	৷৶০
বঙ্গ দেশের ইতিহাস	৸০
কীথ সাহেবের ব্যাকরণ	৶৩
রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ	৷০
ব্রজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ	৷৴০

পিয়ার্স সাহেবের ভূগোল বৃত্তান্ত	I/0
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের গণিতসার	I/0
হারান সাহেবের গণিতাঙ্ক	I0
মে সাহেবের অঙ্কপুস্তক	/0
বঙ্গভাষা বর্ণমালা	/0
বর্ণমালা প্রথম ভাগ	/0
বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগ	/১০
জ্ঞান দীপিকা	/0
নীতিকথা প্রথম ভাগ	/0
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	/0
ঐ তৃতীয় ভাগ	/৫
মনোরঞ্জন ইতিহাস	/১০
পত্র কৌমুদী	/0
অদ্ভুত ইতিহাস, জঙ্গিস্ খাঁর বৃত্তান্ত	/১০
„ সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয় ..	/0
„ তৈমুর লঙ্গের বৃত্তান্ত ..	/১০
„ উইলিয়ম টেল	/0
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক	/0
শিশু পালন	II0
গোপাল কামিনী	II0
সত্য চন্দ্রোদয়	II0
মনোহর উপন্যাস	I0
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত	II0
চপলাচিত্তচাপল্য নাটক	II0
দশকুমার	১
ভূমণ্ডলের মানচিত্র	৬

ভারতবর্ষের মানচিত্র	৪৲
আলালের ঘরের দুলাল	৸০
নীতিমালা	⁄১০
ধাতুমালা	৵১০

৩ য়। বিবিধার্থসংগ্রহ, অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র, নানাবিধ চিত্রে সুশোভিত, বড় বড় ২৪ পৃষ্ঠা পরিমাণে, সমাজের অনুমত্যানুসারে সন ১২৬৪ সালের বৈশাখ মাসাবধি বিদ্যোৎসাহী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। বিনা মাসুলে ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।

৪ র্থ। বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে যে সকল চিত্র প্রকটিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার আদর্শ বিক্রয় করা যাইবেক ; যাঁহার প্রয়োজন হয়, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সম্পাদক, ই, বি, কাউয়েল সাহেব (স্পেন্সর্ হোটেল ১৩ নং বাটী), অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক, অথবা বিবিধার্থের সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করিবেন। মৃত বিটন্ সাহেব বিলাত হইতে যে সকল চিত্র আনাইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকারেরা বিনাব্যয়ে ব্যবহারার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৫ ম। যে কোন গ্রন্থকার গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তকাগারে বিক্রয়ার্থ পুস্তক প্রেরণ করিবেন, সম্পাদকের বিবেচনানুসারে তাহা যদি রাখিবার যোগ্য হয়, তবে ঐ গ্রন্থকারকে শতকরা ২৫

পঁচিশ টাকা কমিশন দিতে হইবে। অপর পুস্তক বিক্রয়ার্থ ইহার ন্যূন কমিশন কোন মতেই গ্রহীতব্য হইবে না।

৬ষ্ঠ। নিম্ন লিখিত ডেপুটী ইনস্পেক্‌টর মহাশয়েরা অনুবাদক সমাজের পুস্তক বিক্রয় বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব দূর দেশবাসী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তক সকল প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা যেন উক্ত কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ডাকের মাসুল লাগিবেনা। কিন্তু কলিকাতা হইতে গ্রহণ করিলে ডাকের মাসুল তাঁহাদিগকে দিতে হইবেক।

নাম	জেলা
শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ ..	হুগলি।
কালিদাস মৈত্র	বর্দ্ধমান।
উমাচরণ হালদার	মেদিনীপুর।
ব্রজমোহন মল্লিক	হাবড়া।
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ..	মুরশিদাবাদ।
হরিশঙ্কর দত্ত	বাঁকুড়া।
রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	নবদ্বীপ।
রামলাল মিত্র	রাজসাই।
পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়	বীরভূম
মেং এফ, জোহানেস ..	হুগলি এবং বর্দ্ধমান,
জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় .	চব্বিশপরগণা ও বারাসত
নীলমণি সেন	পাবনা।

নাম		জেলা
আলাহাদাদ খাঁ	.. ..	ফরিদপুর।
দিনবন্ধু মল্লিক	.. ....	ঢাকা।
শ্যামাচরণ বসু	.. .. ..	বরিসাল।
দয়ালচাঁদ রায়	....	যশোহর।
মেং জ্যাকসন	.. ..	রঙ্গপুর।
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	.. ....	দিনাজ।
শ্যামাচরণ শর্ম্মা	.. ..	যোগড়া পুর।
বৈকুণ্ঠনাথ সেন	.. .. ..	মৈমুনসিং।
কমলনাথ ঘোষ	.... ..	সিলহট।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক।

মাণিকতলা শিবতলা,

৯৪ সঙ্খ্যক ভবন।

সমাপ্ত।